

ব্রাহ্মসংস্কৃত-সংগ্রহ ।



380

7/18

ভক্ত অনন্যদাতার দ্বারা প্রাপ্ত ।

সং. ১৩/১৪

মূল্য এক টাকা ।

উত্তরপাড়া।

প্রিণ্টার—শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ,
বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও ও প্রিণ্টিং লিমিটেড;
২১নং হলওয়েল লেন,
কলিকাতা।

অবতরনিকা ।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত কবিতাগুলির লিপিকর (রচয়িতা নহেন) একজন উচ্চকোটির সাধক এবং ভক্ত । ইনি বঙ্গদেশে ধর্মের অচিরভাবী পুনরুত্থানরূপ মহাত্ম্যের অন্মতম নায়ক । কি অবস্থায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া কর্তব্য মনে করিয়া এই কয়েক পঙ্ক্তি লিখিত হইল ।

মনঃশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া সাধারণের গোচর হইয়াছিল । কোনও সময়ে ঘটনাক্রমে তাহা জানিতে পারিয়া সাধক মহাশয় তাহা পাঠ করিবার বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন । এক রাত্রি তাঁহার ইষ্টদেব ভগবান্ রামকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া বলেন “আমিই তোমাকে মনঃশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা দিব ।” ইতিমধ্যে সাধক মহাশয়ের পিতা তাঁহার নিকট হইতে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন ; সেই রাত্রিতেই ভগবান্ স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া ভক্তিবিশয়ে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী লিখিয়া লইতে আদেশ করেন । সাধক তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া উপকরণাদি গ্রহণ পূর্বক লিখিতে বসিলেন, ভক্তিবিশয়ক কবিতাটী তাঁহার লেখনী

হইতে অনর্গল বাহির হইয়া গেল। অবশিষ্ট উপদেশপূর্ণ কবিতাগুলির মধ্যে কখনও প্রতিদিন, কখনও বা মধ্যে মধ্যে উক্ত রীত্যনুসারে রচিত হইতে লাগিল। একশত পঁয়ত্রিশটি কবিতা বা উপদেশ কেবল মাত্র পনের দিনের মধ্যে উপরিউক্ত ভাবে রচিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট উনত্রিশটির রচনার সময় নির্দিষ্ট নাই। তবে “ভালবাসা স্বরগেরক্ষুটপ্রেমালোক” নামক উপদেশটী যুমন্ত অবস্থাতেই লিখিত হইয়াছিল, ইহা লিপিকর আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে বিবেচ্য, কবিতাগুলির যথার্থ প্রণেতা কে? এক্রপস্থলে কোনও কোনও অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ বলেন লিপিকর স্বয়ংই রচয়িতা। মনুষ্যের ভিতর দুই প্রকার চৈতন্য আছে। একটি বাহ্যচৈতন্য যদ্বারা মানব বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করে; অপরটি অন্তর্শৈতন্য। বাহ্যচৈতন্যের ইংরাজী সংজ্ঞা Supraliminalself, অন্তর্শৈতন্যের অথবা অধস্তন চৈতন্যের নাম Subliminal বা Secondary consciousness বা Unconscious cerebration.* মনস্তত্ত্ববিৎ বলেন, মানব চৈতন্য যে দুইভাগে বিভক্ত

* Edward von Hartmann's "Philosophy of the unconscious;" Dr. C. J. Jung's "Psychology of the unconscious" translated by Dr. Beatrice M. Hinkale.

তন্মধ্যভাগে একটি প্রান্তভূমি বা চৌকাঠ (limen) আছে ; উহার উপরিভাগে বেদনা বা চিন্তা না উঠিলে তাহা মনুষ্যের সাধারণ বুদ্ধিগোচর হয় না। নিম্নতলস্থ বেদনাগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহা সাধারণতঃ জ্ঞানগম্য নহে। প্রগাঢ় ধারণা ধ্যান ইত্যাদির দ্বারা অথবা পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত অনুভববলে ঐগুলি আমাদের গোচর হয়। সাধকের লিখিত কবিতাগুলি এইভাবে উপলব্ধি হইয়াছিল, কেহ কেহ এই মতের পোষক। আবার, কোনও খ্যাতনামা প্রথমশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ (A. R. Wallace) বলেন মানুষের উপর সিদ্ধপুরুষ, নির্মাণকায়, দেবতা প্রভৃতির “ভর” বা আবেশ হইলে সূক্ষ্মতত্ত্বগুলির বিকাশ হয়। ঈদৃশ জ্ঞানের “ভর” (Overshadow) ভগবান সর্ববজ্র শাক্য মুনি হইতে সাধারণ সাধক পর্য্যন্ত সকলের উপরেই হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বর্তমান কবিতাগুলি উক্ত দুই উপায়ের কোন উপায়ে লব্ধ। যদি স্বপ্নাবস্থাতেই কবিতাগুলি সাধক-কর্তৃক রচিত হইত, এবং জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার স্মরণমাত্র না থাকিত, অথবা “আমি কি কবিতা লিখিয়াছি” ইত্যাকার স্মরণাভাস মাত্র থাকিত, তাহা হইলে উহা অধস্তন চৈতন্যের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু লেখক ইচ্ছদেবের উপদেশ পাইবামাত্র

বৈজ্ঞানিক ভাবে বলিতে গেলে, ইষ্টদেব তাঁহার মস্তিষ্কে অথবা চৈতন্যে কবিতাটী প্রবেশ করাইয়া দিবার পরক্ষণেই জাগরিত হইয়া তিনি বিনা চিন্তায়, বিনা আয়াসে তাহা লিখিয়া ফেলিলেন। অতএব কবিতাগুলি ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেবের বুদ্ধি প্রসূত, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। গত জীবনে ভগবান্ বঙ্গদেশের উদ্ধারকল্পে পাতনামা মাত্র করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার নির্মাণকায় অত্য়াপি অনেক শুভকর সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিতেছেন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনা গিয়াছে। জগৎ অচিরকাল মধ্যে তাঁহার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিবে।

লিপিকরের জীবনের আর একটী ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। ১৩২১ সালের চৈত্র মাসে রামনবমীর পূর্ব দিবস রাত্র দুই প্রহরের পর স্বপ্নে দেখেন যেন জগদগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার শিয়রে আসিয়া বলিতেছেন যে “ইডেন গার্ডেনে ঝিলের উপরিস্থিত পুলের পূর্বধারে যেখানে পাকুড় ও নারিকেল বৃক্ষ এক সংযোগে উঠিয়াছে তাহার নিম্নে যে মূর্তিখানি পাইবে তাহা তিন জন ভক্ত সমভিব্যাহারে গিয়া লইয়া আইস। লেখক তদনুসারে সিটি কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ বসু ও সত্যকিন্দর রায় এবং বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া

১৮০

উক্ত বৃক্ষ নিম্নস্থ বিল হইতে একটা অতি সুন্দর ও নিখুঁত প্রস্তরময়ী “আত্মা কালীমূর্তি” সূর্যোদয়ের সময় উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐ মূর্তি স্বপ্নাদেশে ১০০ নং আমহার্ফট্ ট্রীট (বর্তমান ২০ নং বলাই সিংহের লেন) শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বসু মহাশয়ের ভবনে আনীত হয়। সেই সময় সেই অপূর্ব “আত্মা কালীমূর্তি” বসু মহাশয়ের ভবনে কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দর্শন করিয়াছিলেন। এবং সেই সময় হিতবাদী ইত্যাদি পত্রিকায় মায়ের প্রতিমূর্তি সহ এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।
 পুনরায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বিজয়া দশমীর দিবস সেই মূর্তির “ফটো” রাখিয়া বিসর্জন করা হয়। এইক্ষণ বহু গৃহে সেই প্রতিমূর্তির পূজা হইতেছে।

সহৃদয় জিজ্ঞাসু পাঠক ও পাঠিকা ভক্তিনব্রহ্মদয়ে শুদ্ধান্তঃকরণে কবিতাগুলি অধ্যয়ন ও হৃদয়ে ধারণ করেন ইহাই আমাদের সানুন্নয় প্রার্থনা।

এই গ্রন্থ প্রকাশের সহায়তা করার জন্য নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি :— শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, এফ, আর, জি, এস প্রোপ্রাইটর বেঙ্গল আর্ট ফুডিং ও প্রিন্টিং; শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র দত্ত, চোরবাগান; শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, দৈনিক “সার্ভেন্ট সম্পাদক”; কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা,

আমহাফ্ট ষ্ট্রীট ; কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, পাইকপাড়া ;
 শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ, ঘোড়াসাঁকো ; রায় রাধাচরণ
 পাল বাহাদুর, কাঁসারিপাড়া ; শ্রীযুক্ত সূর্যকান্ত রায়
 চৌধুরী, জমিদার, টাকি ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চাটার্জি
 এটর্নি, ঘোড়াসাঁকো ; শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, শ্যাম-
 পুকুর ; কুমার মনোনাথ মিত্র, শ্যামপুকুর ; কর্তৃপক্ষগণ
 রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সাঁতরাগাছি ; শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী
 মিত্র ; রায় প্রিয়নাথ মুখার্জি বাহাদুর, হারিসন রোড ;
 শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, চোরবাগান ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ
 সিংহ, মর্জাপুর ; শ্রীযুক্ত সুধানাথ মুখোপাধ্যায় ইউনিভার-
 সিটি কলেজ হোস্টেলের পরিদর্শক ।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

7/18

নিবেদন ।

সৃষ্টি-তত্ত্ব অতি গুপ্ত রহস্যে মগন
 আত্ম-শক্তি বৃদ্ধি হেতু জগৎ সৃজন ।
 এক আমি বহু হ'য়ে বহুরূপী সে'জে
 একেরই মঙ্গল সদা যাচি তাঁর কাছে ।
 বহু রংএ বহু চংএ একেরে সাজাই
 বহু গুণে বহু জ্ঞানে একেরে বাড়াই ।
 এক হ'তে অভ্যুদয় একেতে বিলয়
 একেরে বাড়া'তে সৃষ্টি প্রয়োজন হয় ।
 যতক্ষণ একাকারে ছুই না মিশিবে
 স্রষ্টা সৃষ্টি ততক্ষণ থাকিয়া যাইবে ।
 লীলাখেলা হেতু নহে সৃষ্টি সমুদয়
 কার্যোদ্দার তরে, জীব, শিব ভিন্ন হয় ॥

শুদ্ধিপত্র ।

অঙ্ক	পৃষ্ঠা	শুদ্ধ
বুলি	১০	বুলি
সুখ	১২	সুখ
বাহার মর্শ	১৯	বাহার মর্শ
সদা রম	২২	সদা বদ্ধ রম
না হেরিবে	৩০	না হেরিয়ে
নিম্নূল	৫৮	নিম্নূল
হেরিবে কে আর	৭৬	হেরিবে কো আর
রোমাঞ্চিত শরীর	৮৩	রোমাঞ্চ' শরীর
ইন্দ্রিয়ের অধীন	৮৫	ইন্দ্রিয় অধীন
সুজনকে	৮৬	সুজনক
ধর্ম-ব্যাধি	১০৬	"ধর্মব্যাধ"

০

সূচীপত্র ।

বর্ণানুক্রমে ।

সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৩ ।	অবলা অধর নহে গরল আধার ...	২৩
৫২ ।	অবিদ্যাই এ সংসার বন্ধন কারণ ...	৩৬ ✓
১৩০ ।	অজ্ঞানে করিলে পাপ কর্মে ক্ষয় হয় ...	৮৪ ✓
৮২ ।	অন্তরেতে এক মুখে বলে আর ...	৪৭
১১৫ ।	অষ্ট প্রকৃতির বশে, থেকে জীব ফল আশে ...	৬৮ ✓
৪৯ ।	আজ যারে মন ! ভেবে আত্মজন ...	২৯
৯৮ ।	আপনারে ছোট ক'রে বড় করে পরে ...	৫৯
১৬১ ।	আমি সেই প্রেমামৃত ...	১১৯ ✓
৬২ ।	আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা না হইলে ত্যাগ ...	৩৯ ✓
৪৮ ।	আসি নাই এ সংসারে আপনারে বড় করে ...	২৯ ✓
৫৮ ।	অম্মুর ও দেবভাব ভব অভিনয়ে ...	৩৮ ✓
১৩৩ ।	ইন্দ্রিয়ের রাজা হয়ে ইন্দ্রিয় অধীন ...	৮৫ ✓
১০ ।	ঈশ্বর চিন্তায় মন ! নশ্বর বিনাশ ...	৫ ✓
৭৪ ।	ঈশ্বরে বিশ্বাস যার, অমঙ্গল কোথা তার ...	৪৩ ✓
৫০ ।	এ জীবন চিরদিন রবে না তোমার ...	৩৬
৭৮ ।	এ দেহ কারণ কেন ভাব মন ! ...	৪৫
১৬৪ ।	এ ভূতের বোকা কেন বয়ে মর ...	১২৮
১২৩ ।	ওরে ভ্রান্ত মন ! ভাব কি কখন ...	৭৯
৭৫ ।	কর্তব্য কর্তব্য বলে, সংসার অতল তলে ...	৪৪ ✓

সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩২।	কথা কও যেন কত তত্ত্বজ্ঞানী তুমি	৮৫
২৯।	কর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম	১৯
৪২।	কাম কলুষিত চিত্ত স্ব স্ব সুখ আশে	২৫
৮৪।	কাম ক্রোধ আদি যে ছয়টি ব্যাধি	৪৯
১৩৭।	কাম ভাব যদি জাগে নিরবধি	৮৭
১২।	কামনা বাসনা শত	৬
৯৬।	কামনা বিহীন কর্ম্ম ইষ্ট উপাসনা	৫৮
৫।	কামাদি ছয় রিপু দাস সতত যে জন	৪
১১।	কামান্ন কুকুর কয়, কামিনী কাঞ্চন	৫
৪১।	কামিনী কটাক্ষে বারা মোহিত না হয়	২৪
৩।	কামিনীর কোল নহে তুঙ্গ বিবর	৩
১১২।	কামুক রূপণ কুর, কুটিল কর্কশ	৬৬
৮০।	কার তরে বসি ভাব দিবানিশি	৪৬
৩৭।	কি আমার কি ককির কি হিন্দু যবন	২৩
৭।	কুটিল রূপ ধ'রে চলিও না মন	৪
১১৯।	কুপ্রবৃত্তি কলুষিত চিত্ত নহে ঘাঁর	৭২
৩০।	কুভাব যে তোর মনে জানে ভগবান	২০
১৩।	কুসঙ্গ কামিনী সঙ্গ বিষয় ভীষণ	৯
১৪৪।	কে তুমি জানিতে হলে স্থির কর মন	৯৬
১২৪।	কেন অকারণ হের ওরে মন	৮০
১২২।	কেন আসা এ সংসারে	৭৮
৯৯।	কেন পায় শ্রান্ত হও বুখা কর্ম্ম নিয়ে	৫৯
৩৫।	কেবা শত্রু কেবা মিত্র কেউ কিছু নয়	২৩

৮/০

সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২০।	কোন সুখা জীব। ভাবিয়া ভক্ষ্য	৭৩
১৪০।	চিন্তা দণ্ড ঈশ্বরের স্বল্প সুবিচার	৯১
১০০।	ছার স্বার্থ শত্রু মিত্র ভাব অভিনয়	৫৯
১৫৮।	জন্মেছ যখন অবশ্য মরণ	১১৩
১২৮।	জীবে শুনাইয়া কর নাম সঙ্কীর্ণন	৮৪
৩৯।	জ্যোতির্ময় ব্রহ্মরূপ হেরে জানীগণ	২৪
৩৬।	তর্ক কর স্বার্থ ছাড়, ছাড় জীব ভাব	২৩
৫১।	তাজি স্বার্থ সুখ ভাবে যে সমানে	৩৪
৭৩।	দণ্ড কমলুধারী কিম্বা সাজ ব্রহ্মচারী	৪৩
৪৩।	দম্পতি যুগল নিয়ে ধর্ম বল	২৬
৫৬।	দয়া ধর্ম আভরণ যে দাতার দেহে	৩৭
৭২।	দিগন্ত ব্যাপিয়া যার সুবশ সৌরভ	৪৩
১১৮।	দিব্যোন্মাদে হায় ! উন্মত্ত যে জন	৭০
১০৭।	দেব নিন্দা মুখে যার	৬৩
২৪।	ধর্ম কর্ম যাই কর মোগ জপ ধ্যান	১৩
৫৭।	ধর্ম কর্ম সুবে করে দান বিতরণ	৩৮
৯।	ধর্ম তত্ত্ব পাবে কোথা ভক্তি মিলে কিসে	৫
৫৪।	ধর্মের দুর্গতি ভেবে কেন ভ্রান্ত মন	৩৭
৯৫।	ধন জন পরিবার, তুমি কার কে তোমার	৫৬
৫০।	ধু ধু রবে ওই চিতার অনল	৩২
১৫২।	নমি পিতঃ পদে তব	১০২
১৫৩।	নমি মাতঃ শ্রীচরণে	১০৩
৮৮।	নারী হয় মহামারী অরি বিবেকের	৫৩

সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯১।	নারী হয়ে যদি প্রকৃতি বিরোধী	৫৪
১৫০।	নাহি হৃদে যার, সত্যের আধার	১০০
১৩৫।	পতি স্মৃথে যেই নারী স্মৃখী নাহি হয়	৮৬
৮।	পর অমঙ্গল তরে যাহা আয়োজন	৪
৬৭।	পর উপকার ত্রুত করিয়া ধারণ	৪১
১১৭।	পর দুঃখ হেরে হাসিও না মন !	৬৯
৬৫।	পর স্মৃথে যেই জন প্রতিবাদী হয়	৪০
৮৯।	পরিণয় বিষময় সকলের নয়	৫৩
৯০।	পরিণয় সুপবিত্র স্বর্গীয় সংস্কার	৫৪
২৬।	পশু ভাব যার	১৫
১৩৬।	পাপিনীর প্রেমমাল্য কালকূট ভরা	৮৭
১৫১।	পিতা হ'তে মাতা বড়	১০১
৪৫।	পেতে উপকার করে উপকার	২৮
১৪৫।	প্রতিজ্ঞা তোমার রহিবে না আর	৯৭
৫৯।	প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শৌচ শুচি অশুচি	৩৮
৭০।	প্রাণাধিক ভাব যারে ও অবোধ	৪২
৭১।	প্রিয়জনে করে যদি প্রশংসা তোমার	৪২
৯২।	বন্ধুত্ব স্বর্গীয় বটে নিঃস্বার্থ শৃঙ্খলে	৫৪
৯৩।	বল ওরে মন ! ইহ জালাতন	৫৫
১৩১।	বসিয়া নির্জন স্থানে	৮৫
১৯।	বাসনা বিষম বিষ যে করেছে পান	১২
১১০।	বিকৃত মস্তিষ্ক যার	৬৫
১৪৬।	বিপদ আসিছে কাছে, জেনে তুমি যোদ্ধা বেশে	৯৭

সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২৭।	বিবেকের কশাঘাতে হয়ে জর্জরিত	৮০
১০৮।	বিবেকের পথে দৃঢ় বল নিয়ে	৬৪
১৪২।	বিবেক হইতে জ্ঞান আসক্তি বিনাশ	২৫
১৪৩।	বিবেক হইতে হয় বাসনা বিলয়	২৬
৪৪।	বিষয়ী যে জন ভ্রমে কি কখন	২৭
৬৩।	বিষয়ীর সঙ্গে যেবা রয় নিরন্তর	৪০
৬০।	বীজ হতে বৃক্ষ কিম্বা বৃক্ষ হতে বীজ	৩৯
৪৬।	বীর মন লয়ে স্থির প্রজ্ঞ হয়ে	২৮
৩২।	বুধা তর্ক ছাড়, নাবা স্বার্থ ভার	২২
১৫৬।	বুধা ভেবে মর ওরে অভাজন	১০৮
২।	ভগবদ্ ভাবে রও বিভোর সতত	৩
৪।	ভগবান দূরে নন অন্তরে আপন	৩
১।	ভক্তি রত্ন পেতে হলে	১
১২৬।	ভালবাসা স্বরগের ক্ষুণ্ণ প্রেমালোক	৮৩
১৮।	ভাবছ বটে, ভবের হাটে রহিবে চিরকাল	১২
১৩৯।	ভাব মন! তাঁর দেশে পাঠিয়েছে তোরে	৯১
১৩৮।	ভাব সদা তুমি, মহা পাপী আমি	৮৯
৮৭।	ভোগ সুখ আশে অভিনায়ী যারা	৫০
১৪৭।	ভূতে যারে পায়, সে কি ওঝা চায়	৯৮
১৫।	ভ্রাতা ভগ্নী সূত দারা কাঁদিয়া হইবে সারা	১১
৭৭।	মজিও না মন! সংসারে কখন	৪৫
৮১।	মন! বলি তোরে, দেনা স্বার্থ ছেড়ে	৪৭
৮৫।	মনে কর ইষ্ট চিন্তা করি অবিরত	৪৯

সংখ্যা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১১১।	মনে যার পাপ	৬৬
৯৭।	মায়ায় সংসার ইহা ভেবে যেই জন	৫৮
৯৪।	মিছে খেটে মররে মন	৫৫
২০।	মিথ্যা কামিনীর প্রেম কামের ছলনা	১২
১০২।	মৃত মতি জন পারেনা কখন	৬০
১২১।	মৃত্যু শেষে ওরে	৭৫
২১।	মেয়ে নয় মায়াযুক্তি মোহের আধার	১৩
১১৬।	মোক্ষ অভিলাষী যারা	৬৮
২৮।	যত বড় হও ছোট হয়ে রও	১৭
৬৯।	যা কিছু পবিত্র অতি হয়ে সদা শুদ্ধ মতি	৪২
১২৯।	যার কেহ নাহি ভবে ভগবান তার	৮৪
২২।	যাহা কর পুঞ্জ পাঠ ত্রত উপবাস	১৩
৫৫।	যাহা কর মনে কোনে করে চিত্ত স্থির	৩৭
১৪৯।	যুগ ধর্ম হরিনাম কর মন ! অবিরাম	৯৯
৪৭।	যে জন ভীষণ বিষয়ীকে রাখে	২৮
৮৬।	যে বিষয় নিয়ে তুমি বিব্রত ভীষণ	৫০
৮৩।	যেই অভাজন চিন্তে অনুক্ষণ	৪৮
৭৬।	যোঁকনে যে জন সুখের কারণ	৪৪
১০৬।	রসনায় সরলতা হৃদে আঁকা কপটতা	৬২
১৭।	শত্রু এসে জুড়ে বসে সংসারের পথ	১২
১৫৪।	শাস্ত্র পড় তর্ক কর কর ক্রয় মান	১০৬
৪০।	শিক্ষক বহুল ভবে শিক্ষার্থী যে নাই	২৪
১১৩।	শিশ্নোদর পরায়ণ যেই মৃত জন	৬৭

সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫৯।	শুচিবায় ব্যাধি যার	১১৫
১৪১।	শুন মৃত মন ! বলি শ্রবচন	৯২
৬।	শুক্লিতে রক্তত ভ্রম ভার্য্যাতে প্রণয়	৪
১০৯।	শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞান যার	৬৪
৬৬।	সদৃশুরু কুপায় শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানোদয়	৪১
৬৮।	সর্ব ত্যাগী না হইলে ভগবানে পাওয়া ভার	৪১
১৩৪।	সযতনে শ্রুজনক যেমতি শিশুরে	৮৬
৩৪।	সংসার অসার নহে নহে নিরাপদ	২৩
৩১।	সংসার আমার আমি সংসারের	২১
২৩।	সংসার শ্রবের নহে নহে দুঃখাগার	১৩
১০০।	সংসারে আসক্তি যার	৬১
২৫।	সংসারের পথে ছুটে চলে যেতে	১৩
১৬৫।	সাধন ভজন কর বা না কর	১৩৫
২৭।	সাধনার উদ্দেশ্যই ইন্দ্রিয় দমন	১৭
৬৪।	সাধু হয়ে কামিনীর সঙ্গ যেবা করে	৪০
১৬।	শ্রুধ বলে ভাব যারে সীমা আছে তার	১২
১৫৫।	শ্রুপ্রেম প্রসূত পুত পুণ্য হৃদি মাঝে	১০৭
১১৪।	শ্রুত্রে পুষ্প মাল্যবৎ পরমাত্মা প্রেমে	৬৭
১৫৭।	সে আছে কি নাই	১১১
১২৫।	সেই হয় প্রেমিক প্রধান	৮২
১৪।	সেই হয় ভব কারাগার	৯
১৬১।	সোহহমিতি দেব ভাব সহজে না ঘটে	৩৯
১৬৩।	জী জাতির প্রতি কেন অনাদর	১২৪

সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০৪।	স্বার্থপর নর	৬১
৭৯।	স্বার্থ বিজড়িত ভালবাসা বহু, ত্যক্ত তাহা বিবেকীর	৪৬
১০৫।	হরি নাম ভাল হরি নাম আলো	৬২
৩৮।	হাতে কর কাজ মুখে বল হরি	২৩
১৬০।	হে ধনিন্ ! বুধা তব আত্ম অহঙ্কার	১১৬
১০১।	হের নাকি মূঢ় মন ! চিতা ধূমে মিশে	৬০
১৪৮।	হৃদি ক্ষেত্র যদি অনুর্বর রাব	৯৯
১৬২।	ক্ষুরধার সম যে দুর্গমপথে	১২১

বিষয়ানুক্রমিক সূচীপত্র ।

বিষয়

কবিতার সংখ্যা

জ্ঞানমার্গের কথা ।

জ্ঞানের লক্ষণ কি ?	৩৫, ৯৮
শত্রু মিত্রে অভেদ জ্ঞান—	৩৫
ভূগাদপি স্থনীচেন—	৯৮
সহজ্ঞানের লক্ষণ কি ?	১০৯
তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ কি ?	১১৫
জ্ঞানমার্গে সাধনার উপায় কি ?	১৪২

বিষয়	কবিতার সংখ্যা
“আমি সেই” এ ধারণার অধিকারী কে ?	৬১
আমি কে ?	১৬১
“আমি কে” জানিবার উপায় কি ?	১৪৪
মায়ার স্বরূপ কি ?	৫০
সংসার বন্ধনের কারণ কি ?	৫২
মুমুক্শু কে ?	১১৬
ভগবান সাকার না নিরাকার ?	১৩
পাশ নাশের উপায় কি ?	১০
গর পথে বিষবৎ পরিত্যজ্য কি কি ?	১২, ১৩, ১২
কর্মযোগার আদির্শ কি ?	১৫

(ক) পরার্থপরতা

পরার্থপরতা কাকে বলে ? ২৮, ৪৮, ৬৫, ৮১

পরার্থে কর্ম করার উদ্দেশ্য কি ? ৮, ৬৭

(খ) নিকাম কর্ম

নিকামকর্ম কাকে বলে ?

(১) অন্তরে ভগবদ্ ধ্যান,

বাহিরে ঐশ্বর্য দান ।

(২) সংকল্পবিহীন কর্ম— ৫৭, ২২

(৩) তাঁর প্রীতি তরে কর্ম— ৬২

(৪) তাঁর কর্ম— ১৩২

ভক্তিমার্গের কথা ।

ভক্তিনাভের উপায় কি ? ১, ৩৬

অহৈতুকী ভক্তিনাভের উপায় কি ? ৬৮

ভক্তিনাভের অন্তরায় কি ? ১০৩, ১০৬

গৌণ লক্ষণ কি ? ৫১

প্রেমিক ভক্তের লক্ষণ কি ? ১৬

ভক্ত বড় না ভগবান বড় ? ১৫০

বিষয়

কবিতার সংখ্যা

গুরুর কথা।

গুরু হইবার অধিকারী কে ?	৪৭
গুরু মন্ত্রে কল হয় না কেন ?	৫৫
সদগুরুর আবশ্যকতা কি ?	৬২, ৬৬, ১১৪
গুরু ও শিষ্যের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য কি ?	১৪৭
মন্ত্র গ্রহণের উপযুক্ত কে ?	১৪৮

নারীর কথা।

১৪৮। স্বামি কেমন বান	১২১
১৬২। ক্ষুরধার সম যে দুর্গম পথে	৮

কুলটা কামিনীর মধ্যে কি প্রেম সম্ভব ?	৮৯, ৯০
স্ত্রীজাতিতে উন্নত করিবার উপায় কি ?	২০
ত্যাগীর পক্ষে স্ত্রীলোককে কি চক্ষে দেখা উচিত—	১৬৩
১১, ২০, ৩৩, ৬৪	

সংসারীর কথা।

সংসারই কি ভব কারাগার ?	১৪
আদর্শ সংসারীর কিরূপ ভাবে চলা উচিত ?	২৫, ৩৮, ৪৩, ৭৯
এ সংসারে আসা কেন ? (নিবেদন)	১২২
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য কি ?	১৩৪
সংসার করার উদ্দেশ্য কি ?	২২, ৩৪, ৫৩, ৭৭
সংসারে রিপুদমনের উপায় কি ?	১০৭
সংসারীর শত্রুই বা কে মিত্রই বা কে ?	২৭
সংসার পথে সারথী কে ?	২৪
পশু প্রকৃতি লোকের লক্ষণ কি ?	২৬
সংসারীর পক্ষে বিষবৎ পরিত্যজ্য কি ?	৩১
মৃত্যুর পর কি হয় ?	১২১
বিবেক কি বলে ?	১২৩
সংসারে প্রেমিক কে ?	১২৫
শেষ দিনের বন্ধু কে ?	১২৯

বিষয়	কবিতার সংখ্যা
পাপীর চীৎকার শোনে কে ?	১৩৮
যুগধর্ম কি ?	১৪৯
ধনের পরিণাম কি !	১৬০

বৈরাগ্যের কথা।

সংসার করাই কি বর্জ্যতা ?	৩
ত্যাগের পথে ভ্রমাত্মক কি কি ?	৬
ধর্মতত্ত্বলাভে বাধা কি ?	৯
কর্মপাশ নাশের উপায় কি ?	১০
ত্যাগের পথে বিষবৎ পরিত্যজ্য কি কি ?	১২, ১৩, ১৯
ত্যাগের পথের চিন্তনীয় বিষয় কি কি ?	১৫
প্রকৃত সুখলাভের উপায় কি ?	১৬
বিষয়ীর পক্ষে ঈশ্বর লাভ সম্ভব কি ?	৪৪
সংসার বন্ধনের রহস্য কি ?	৭০
সংসার করা কি অকর্তব্য ?	৭৫, ৭৬
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের মধ্যে কোনটির স্থান উচ্রে ?	১১৯
জীবনভাবের পরিণাম কি ?	১০৩
সংসারে কান্দাল কে ?	৯৭
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের অধিকারীর পার্থক্য কি ?	৫৯
মোহমুগ্ধগর—	১৮, ৩০, ৩২, ৪৯, ৭৮, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৯৪, ৯৫, ১০১, ১০২, ১২০, ১২৪, ১২৭, ১৩৩, ১৪১, ১৫৬, ১৫৮, ১৬২, ১৬৪

সাধারণের কথা।

অম্মুর ভাব কিসে যায়	৫৮
জীবের আদি কি ?	৬০
প্রশংসনীয় কে ?	৭১
কে কুৎসায় মজে	৭২
ঈশ্বরে বিশ্বাসের ফল কি ?	৭৪
কপটীর সঙ্গ	৮২
পরের অমঙ্গল চিন্তা	৮৩

১৭/০

বিষয়	কবিতার সংখ্যা
প্রকৃত বন্ধুত্ব কি ?	৯২
মনুষ্ট দেহ কে নির্মাণ করিল ?	৯৩
মুক্তির সোপান কি ?	১০০
স্বার্থপরতার লক্ষণ কি ?	১০৪
হরিনামের ফল কি ?	১০৫
ইষ্ট দেবাদেবি করিও না	১০৭
বিবেক অবলম্বন কর	১০৮
মস্তিষ্ক বিকৃত করিও না	১১০
পাপের ফল কি ?	১১১
ভক্তির অনধিকারী কে কে ?	১১২
নরকের অধিকারী কে ?	১১৩
পরদুঃখ কাতরতার ফল কি ?	১১৭
দিব্যোন্মত্ত ব্যক্তি হইতে কি কি উপকার পাওয়া যায়	১১৮
ভালবাসা কাহাকে বলে	১২৬
নামের মাহাত্ম্য কি	১২৮
জ্ঞানকৃত পাপ ও অজ্ঞানকৃত পাপ	১৩০
নির্জ্ঞানবাদের ফল	১৩১
শুধু কথায় ফল কি ?	১৩২
শুদ্ধ চিন্তা নিষ্ফল	১৪০
কিসে শাস্তি লাভ হয়	১৪৩
কিসে বিপদ মুক্ত হইবে, অথবা নির্ভীকতা	১৪৬
পিতা এবং মাতায় ভুলনা করিও না	১৫১
পিতার স্তব ও মাহাত্ম্য	১৫২
মাতার স্তব ও মাহাত্ম্য	১৫৩
পিতৃমাতৃ ভক্তির সারফল	১৫৪
কলির স্বরূপ বর্ণন	১৫৫
গুচিবায় পরিত্যাগ কর	১৫৯

মনঃশিক্ষা

(ভগবান রামকৃষ্ণদেবের

শ্রীমুখ হইতে

ভক্ত অনদাঠাকুরের স্বপ্নদশায় প্রাপ্ত)

ভক্তি

ভক্তি লাভের উপায় ।

ভক্তি রত্ন পেতে হ'লে বিবেক বারিধি জলে

নিমজ্জিত রও সদা বৈরাগ্য আশ্রয়ে ।

সঙ্কণ্ঠ শিরে ধর

সাত্বিক আহার কর

সাধুসঙ্গ অহরহঃ একনিষ্ঠ হয়ে ।

বিষয়বাসনা বাহ,

পরিজনসঙ্গ মোহ

পত্নীপ্রেম পুত্রস্নেহ পরেশে অর্পণ ।

পবিত্র রহিবে সদা

ভুক্তি ইষ্ট নাম স্মৃধা

হেরিবে সতত সাধুচরিত্র দর্পণ ।

পড়িবে পবিত্র গ্রন্থ,

হয়ে স্থির ধীর শান্ত

সাধু সন্ত সেবা হবে জীবনের ত্রুত ।

অনাথ কান্ধালে দয়া,

তাজিবে সংসার-মায়া

হরিনাম রবে মনে মুখে অবিরত ।

স্বধৰ্ম্মে সতত মতি, সুপথে মনের গতি
সত্যীকীর্তি গুণগান মাতৃ সম্ভোধন ।

পরনারী না হেরিবে, হেরিলে না কথা ক'বে
হেটুখী হ'য়ে র'বে স্মরি নারায়ণ ।

পরসুখে সুখী হবে, পরচর্চা না করিবে
পরপত্নী না নিন্দাবে মন্দ হয় হোক ।

পরতরে প্রাণ দেবে, পরকে না দিতে ক'বে
আত্মজন মৃত্যু হে'রে না করিবে শোক ।

একস্থানে না রহিবে, এক বস্তু না ভুঞ্জিবে
স্মরণে সতত রবে ইচ্ছা আপনার।

অভিষ্ট পূরণ তরে র'বে লাজ নত্ন শিরে
কোন কার্যো না দেখাবে স্থায় অহঙ্কার ।

কণা অহমিকা র'লে ধর্ম কर्म যাবে জ্বলে
পাপের অতল তলে সাধনা লুকাবে।

নিকামে না হবে মতি কুর্কশ্মে ইন্দ্রিয়-গতি
না বুঝিবে রীতিনীতি বিপত্তি ঘটাবে।

সেবা অপরাধ আদি যেন না পশয়ে ব্যাধি
পাষাণী আচার আর পাপ প্রলোভন।

সদা সাবধানে রবে অহংবুদ্ধি ভেঙ্গে দেবে
“তোমারি সেবক আমি” মুখে এ বচন।

মনঃশিক্ষা ।

৩

“স্বপথে লইয়া যাও

সুমতি এ দাসে দাঁও”

হেন বাহু সর্বদা দেব দ্বিজ পাশে ।

গুরু উপদেশ মত

সাধিবে স্বকার্য যত

লাভ হবে ভক্তিতত্ত্ব তবে অনায়াসে ।

কীর্তন ।

(২)

ভগবদ্ভাবে রও বিভোর সতত

সেই মুখ্য প্রেম পূর্ণ কীর্তন প্রকৃত ;

স্তোত্র মন্ত্র গানে গোণ কীর্তন ভক্তের

রুচি আকর্ষণ হেতু না হয় মোক্ষের ।

বর্ধরতা ।

(৩)

কামিনীর কোল হয় ভুঞ্জঙ্গ বিবর

কাঞ্চন কুৎসিত ব্যাধি, জ্বালা নিরন্তর ।

এই দুই সংসর্গে সীদা, সংসারে যে রয়

বিবেকী কদাপি নয় বর্ধর নিশ্চয় ।

স্থিতিচিন্তা ।

(৪)

ভগবান দূরে নন, অন্তরে আপন,

সতত হেরেন যোগী মুদিয়া নয়ন ।

ভোগী সদা ভোগাসক্ত সংসারেতে মন

সে কি পায় পরমেশ ভাব কদাচন ?

মনঃশিক্ষা ।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ।

(৫)

কামাদি ছয় রিপুদাস সতত বে জন
 দিবানিশি খেটে মরে নাহি মিলে ধন ।
 পরমার্থ ধন বিনে, পার হ'তে নারে
 অন্তকালে ডুবে সে ভবসিন্ধু নীরে ।

ভ্রম ।

(৬)

শুভ্রিতে রজত ভ্রম ভাৰ্য্যাতে প্রণয়
 রজ্জ্বতে সপের ভয় ব্রহ্মচর্যে ক্ষয় ।
 আকাশ কুসুম যথা, সকাম “সাধনা”
 বামনের টাঁদে হাত ভোগীর অর্চনা ।

পন্থা ।

(৭)

কুটিল কুপথ ধ'রে, চলিওনা মন
 সম্মুখে বিপদ সিদ্ধ ভয়ের কারণ ।
 সুপথে সজ্জন-সঙ্গ, সুখ সম্মিলন
 ভক্তি মুক্তি ভালবাসা প্রেম প্রস্রবণ ।

পরার্থতা ।

(৮)

পর অমঙ্গল তরে যাহা আয়োজন
 নিজের বিপদ সিদ্ধ তা'হতে খনন ।

মনঃশিক্ষা ।

৫

পরসুখ অভিলাষে অভিলাষী সদা
যেই জন, সে সুজন সুখী সবদা ।

নিয়তি ।

(৯)

ধর্মতত্ত্ব পাবে কোথা, ভক্তি মিলে কিসে ?
তুমি যে আসক্ত মন অবিষয় বিষে ।
মোহিনীর মোহ মন্ত্রে মুগ্ধ সতত
পর অমঙ্গল চিন্তা জীবনের ব্রত ।

ঈশ্বর চিন্তা ।

(১০)

ঈশ্বর চিন্তায় মন ! নশ্বর বিনাশ,
নশ্বর বিনাশে হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস ।
বিশ্বাসে মিলয়ে ভক্তি মুক্ত কর্ম-পাশ
নশ্বরে আসক্ত র'লে অন্তে হা ছত্যাশ ।

ভোগী ও ত্যাগী ।

(১১)

কামান্ধ কুক্কুর কয়, কামিনী কাঞ্চন
স্বরগ প্রসূত দুই, দেবারাধ্য ধন ।
বিবেকী বিশেষে বলে বিষ সংমিশ্রণ
ঐ দুই সংসর্গে জীব ! অবর্থ পতন ।

৬

মনঃশিক্ষা ।

মোহ কুঠার ।

(১২)

কামনা বাসনা শত, গর্ব অভিমান যত

ছাড় ছাড় ছাড় মুঢ় মন !

ছাড় অবিষয় ভোগ, ইন্দ্রিয় সন্তোগ রোগ

ছাড় ছাড় ভাবনা ভীষণ ।

ছাড় যত হিংসা দেব ঈর্ষা ও অসূয়াবেশ

কাম ক্রোধ আদি রিপু ছয় ।

ছাড় 'জীব ভাব' মন ! নশ্বর ঐহিক ধন

স্বীয় স্বার্থচিন্তা পাপময় ।

বন জন এ যৌবন, রহিবেনা অনুক্ষণ

অল্পক্ষণ এ মোহ স্বপন ।

জীবন কখন যায়, নির্দিষ্ট কি আছে তার

কে রাখিবে ছুঁইতে শমন ?

কে রাখিবে বুকে ধ'রে, পাপদণ্ড প'লে শিরে

কে করিবে পার ভবনদী ;

তপা বৈতরণী নদী, হান্সর কুন্তীর আদি

বিচরয়ে যথা নিরবধি ।

তীক্ষ্ণ ক্ষুর ধার আর, কেশের ধরণি যার
 সেতু উপাদান ভয়াবহ
 কোন পুণ্যে হবে পার স্মরণ নইবে কার ?
 থেকে ভোগে মত্ত অহরহঃ ?

উন্মত্ত বিষয়-মদে আবদ্ধ মায়ার কাঁদে
 আজিও বিবেক হৃদে কোথা ?
 এই যে স্বপন-সুখ, পরিণামে দুঃখোন্মুখ
 দুর্লভ জীবন হবে বৃথা ।

এখনও জাগ্রত হও, আপন চিনিয়া লও
 পায়ে ধরে বলি মন ! তোরে
 বিবেকের পথে চল, ভিক্ষিও না হলাহল
 মন মলা কর হারা দূরে ।

এ সম্পদে সার নাই পূজা আদি ব্রত তাই
 বিফল হইতেছে সদা তোর,
 গরলে অমৃত ঢেলে, সে অমৃত পান ক'লে
 কাটিতে কি পারে মৃত্যু ডোর ?

স্ত্রী পুত্র আপন নয়, পরীক্ষার কেন্দ্র হয়
 মোহপ্রাপ্ত জীব রয় বাঁধা ।

সংসার সম্পদ যত, সঙ্গে সব হবে হত
 সকলি ত অবিচার ধাঁ ধাঁ ।

আসিয়া উলঙ্গ বেশে একেলা সংসার বাসে

উলঙ্গ যাইতে কেন সাধ ?

শুদ্ধা ভক্তি সঙ্গে লও, বিবেকের বাধ্য হও

যুটিবেরে যত পরমাদ ।

দুদিনের তরে এসে কেন কুবিষয় বিবে

জর্জরিত কর নিজ হিয়া ?

এসব কিছুই নয়, সম্পদ ক'দিন রয় ?

সার হেথা কু'মোহিনী মায়া ।

সঙ্গী চিন্তা বিষমুখী, যার জন্ম সদা দুখী

বদন মালিন দেহ ক্ষীণ ।

মস্তিষ্কের কার্য নাশ, দিবানিশি হা হতাশ,

লোক চক্ষে মন্দ বুদ্ধিহীন ।

এতেও চৈতন্য যা'র নাহি হয়, সে কি আর

মায়াবাদী পার হ'তে পারে ?

পারে গিয়ে রয় ব'সে, কাঁদে আঁখিনীরে ভেসে

পুনঃ পুনঃ গর্ভে বাস করে ।

কিন্ধা কুকর্মের বশে, ছুটিবে নরক বাসে

পুঁতি গন্ধে যেথা প্রাণ যায় ।

নাইরে আহাৰ নিদ্রা, ক্ষুধা তৃষ্ণা সরবদা

আর্তনাদ তীব্র তাড়নায় ।

কুপথে সতত গতি, কুচিন্তা হৃদয় সাথী
 কুনীতি কুমতি নিয়ে সতত বিহার,
 কুসঙ্গে করয়ে বাস, কুকর্মে জীবন নাশ
 কুনারীর সহবাস ইচ্ছে বার বার ।
 সেই হয় ভব কারাগার ॥

ভালবাসা প্রত্যাশায়, ভালবাসিবারে চায়
 স্ব স্ব সুখভোগে মন মগ্ন আপনার,
 স্বার্থপরতার বুলি, স্বন্ধে নিয়ে ঘুরে খালি,
 ফেলিয়ে দায়িত্ব বোঝা, বহে পাপ ভার,
 সেই হয় ভব কারাগার ॥

ত্যাগি স্বরগ সুখা, ভক্ষিছে গরল সদা
 পাণ্ডিত্যের পরিবর্তে পাষাণী আচার,
 পর-সর্বনাশে সুখ, পর-সুখে ফাটে বুক
 পরের পতন হেয়ে আনন্দ অপার,
 সেই হয় ভব কারাগার ॥

আমীরে ফকিরে ভেদ, মৃত সম্মানেতে খেদ
 প্রশংসায় আত্মহারা রুদ্ধ ধনাগার
 নিঃস্বার্থে সাধিতে কাজ, মাথে যেন পড়ে বাজ
 সৌহার্দ্যের বিনিময়ে জ্বলন্ত-অঙ্গার
 সেই হয় ভব কারাগার ॥

স্বর নিন্দা পরকর্ণে ঢালিতেছে নিশি দিনে
 আপনার পদে হানে আপনি কুঠার
 কলঙ্ক মাথার মগি, অধর্ম্য স্ত্রুথের খনি
 পরনিন্দা মুখে সদা স্বার্থের বিচার
 সেই হয় ভব কারাগার ॥

শৃঙ্খল জড়া'য়ে পায় আপন মাহাত্ম্য গার
 করিবারে আপনার প্রাধান্য বিস্তার
 বশ অর্থ অভিলাষে গুরুপদ সদা বাচে
 সাধু-নিন্দা-রূপ সত্য স্ত্রুথের ভাণ্ডার
 সেই হয় ভব কারাগার ॥

সাধু দেবী সর্বজন, সাধু মন্দ নিরীক্ষণ
 সাধু বেশ হেরে হয় দ্বণ্ডার সঞ্চারণ
 সব তত্ত্ব অবিশ্বাস, রজ তমে সদা বাস
 হিংসার অনলে ধর্ম্য আহুতি সবার
 সেই হয় ভব কারাগার ॥

শেষের দিন ।

(১৫)

ভ্রাতা ভগ্নী স্ত্রুত দারা কাঁদিয়া হইবে সারা
 ডাকিলে পাবে না সাড়া যেদিন তোমার
 বাসনা রবেনা আর, ভুলে যা'বে এ সংসার
 বলিবে না মুখে কভু আমার আমার
 সেদিন স্ত্রুদিন জ্ঞানে হও মাতোয়ারা ॥

মনঃশিক্ষা ।

অসীম ।

(১৬)

সুখ ব'লে ভাবে যারে সীমা আছে তার
অসীমে না ডুবে গেলে অন্তে হাহাকার ।

শত্রু ও মিত্র ।

(১৭)

শত্রু এসে জুড়ে বসে সংসারের পথ ।
বিজ্ঞ বলে মিত্র মোর যুচালে আপথ ॥

পলকে প্রলয় ।

(১৮)

ভাবছ বটে ভবের হাটে রহিবে চিরকাল
পলকে প্রলয় হবে, আসুছে ধৈয়ে কাল ।

বাসনা ।

(১৯)

বাসনা বিষম বিষ যে করেছে পান
দন্ধ দেহ বদ্ধ গেহ, স্কন্ধ মনঃ প্রাণ ।

অসারতা ।

(২০)

মিথ্যা কামিনীর প্রেম কামের ছলনা
স্বার্থময় এ জগৎ অন্তিমে শোচনা ।

মনঃশিক্ষা ।

১৩

মায়ামূর্তি ।

(২১)

মেয়ে নয়, মায়ামূর্তি মোহের আধার
মাতৃমুখ স্মর সদা তবেই নিস্তার ।

সমস্ত ।

(২২)

যাহা কর পূজা পাঠ ব্রত উপবাস
সমস্ত না এলে প্রাণে সমস্ত বিনাশ ।

সংসার ।

(২৩)

সংসার স্ত্রুথের নহে নহে দুঃখাগার
মায়ামুক্ত জীব কর কেন্দ্র পরীক্ষার ।

সত্য ।

(২৪)

ধর্ম কর্ম যাই কুর যোগ যাগ ধ্যান
সারথি না হলে সত্য কোথায় কল্যাণ ?

সংসারের পথে ।

(২৫)

সংসারের পথে ছুটে চলে যেতে
নয়ন উজ্জ্বলে রাখিও ।
বিবেক যা' বলে নিও কানে তুলে
সমাজ শাসন মানিও ॥

सदा जाधू पथे संसर्गो साथे

কস্ম্য নিয়ে সাথে চলিও ।

নিকামেতে মতি,
গুরুপদে রতি

अथाति ते भयं रात्रिं ॥

বৈরাগ্য বিচারে স্বীয় শক্তি ভ'রে

স্থির হয়ে ঘরে থাকিও ।

অধর্মো বিমুখ, ত্যজি স্বার্থ স্তুখ

ଦୁଃখୀର ଖବର ଲାଏ । ॥

পার হবে যাহে মতি রেখো তাহে

ভবিষ্যৎ ভেবে চলিও ।

ভগবান প্রাণ প্রেমের নিদান

স্বথের সোপান ভাবিও ॥

ভবে দুঃখী যারা, তব সাথী তারা

তারাই ভরাবে' দেখিও ।

তাদের পূজায় সেবা শুশ্রুষায়

সর্বস্ব উৎসর্গ করিও ॥

ভব-বন্ধু যারা। কেহ নহে তারা।

আপনার জন জানিও ।

ক্ষণকাল তরে, সম্বন্ধ বিচারে

তাদের বন্ধন মানিও ॥

পথে ধর্ম বাতি

পাপ পুণ্য সাথী

সদা স্থির মতি রাখিও ।

তবে ভব ধামে

পুণ্যবান নামে

নিজের সুখ্যাতি শুনিও ।

পশু প্রকৃতি ।

(২৬)

পশু ভাব যার

বৈরাগ্য তাহার

চিন্তায় আসেনা কভু ।

ভক্ষ্য পেলে যায়

সুখী সদা তায়

মানেনা ভাবনা বিভু ॥

পরিনিন্দা পেলে

আনন্দ উথলে

পরদোষ সদা হেরে ।

পরমুখ হে'রে

মুখ স্নান করে

জলিয়া পুড়িয়া মরে ॥

হৃদয় বিদরে

যদি হেরে কারে

উন্নতির পথে যায় ।

সরলতা যেটা

ছ চক্ষের কুটা

কুটিল কুপথে ধার ॥

বিপদ সঙ্কুল

পথ সুখ মূল

বাদ বিসম্বাদ সাথী ।

পরকাল তরে

কিছুই না করে

নাইকো শমনে ভীতি ॥

মান অপমান

সন্তোষ সম্মান

কোন জ্ঞান নাহি হ্রদে ।

ক্রুর মতি অতি

কলুষ প্রকৃতি ০

সদা পাপ কৰ্ম সাথে ॥

জ্ঞানী যেইজন

হেন আচরণ

নয়নে হেরিবে যা'র ।

আশু ত্যাগি তারে,

দূরে যাবে স'রে

আত্মীয় হলেও তা'র ॥

মনঃশিক্ষা ।

১৯

নিকাম কর্ম ।

(২৯)

কর্মই জীবের ধর্ম নিকাম বাহার ধর্ম

হেন বর্ম্ম হৃদে শোভা যার

ধার্মিক তাঁহারে কই, তাঁর সম কেউ নই

যত করি পূজা পাঠাচার ।

সে বর্ম্ম ভেদিতে পারে, নাহি কেহ ত্রিসংসারে

সে যে প্রেম পূর্ণ পদ্মাসন

পরমেশ যোগাসনে, বসি তাহে নিশি দিনে

হেরিতেছে সে ইন্দুবদন ।

দ্বেষ ঈর্ষা অহংকার, অবিবেক অত্যাচার

তাঁর ভয়ে দূরে সদা রয় ।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাঁকে সদা করি লক্ষ্য

জীবে শিক্ষা দেয় সমুদয় ।

ঐহিক ঐশ্বর্য্য যত তাঁরি করতল গত

যাকে তাকে করিতেছে দান ।

পরমার্থে মগ্ন প্রাণ, পরম পুরুষে ধ্যান

অশ্বেষণ পরের কল্যাণ ।

পক্ষপাত শূন্য মন, সত্য সত্য আলাপন

সদয় সতত দুঃখী জনে ।

মায়া মুগ্ধ নহে কভু, হৃদিপটে আঁকা বিভু

ভাবে মোক্ষ কর্ম্ম অবসানে ।

রক্ত তম গুণনাশ, ক্রমে সদ্ব্যবকাশ
 ভক্তি পথে সতত বিহার ।
 সাধুজন স্তব্ধ সেব্য সহিষ্ণু ও সভ্য ভব্য
 আশ্রয় স্বরূপ সবাকার ।
 হেন ভাবে গড়া বাঁরা নুর্ভিমান্ ধর্মী তাঁরা
 তাঁদের সেবার ধর্ম রয়
 অন্তথা সংসার বাসে, বদ্ধ রয়ে মায়া-পাশে
 বাহা কর মুগ্ধ ! দগ্ধ হয় ।

বিবেক ।

(৩০)

কুভাব যে তোর মনে জানে ভগবান,
 এখনো স্তপথে চল হয়ে সাবধান ।
 বারবার বলি তোরে, এখনো বিবেক ভরে
 ফিররে আপন ঘরে হইবে কল্যাণ
 অন্তথা পারের ঘাটে, রবেনা সম্বল মোটে
 পাবিনে ঢুকড়া গাঁটে করিবারে দান ।
 ভাসিবিরে অঁাখিজলে, বসে বৈতরণী কুলে
 শোকে দুঃখে ভয়ে হয় ! হবি হতজ্ঞান
 (শমন শাসন তাহে বিধির বিধান)
 কে খণ্ডাবে কর্মফল, কি সম্বল আছে বল ?
 রবেনা এ দেহ বল ধন পরিজন

শমন ছুঁইলে তোরে, সব হেথা রবে প'ড়ে
 দূরে দূরে বহুদূরে হবেরে গমন ।
 আর্তনাদ হাহাকার, শ্রবণে পশিবে কার ?
 তুমি কি শুনিবে আর ? চিন্তায় বিভোর
 রহিবে শমন ভয়ে, তরিবিরে কি উপায়ে
 বড় দুঃখ বড় জালা ভেবে দেখে তোর ।
 কেন ক্ষণ সুখ তরে পাপের পর্বত শিরে
 বয়ে মর বারে বারে ফল বিপরীত ।
 এখনো জাগ্রত হও, সাধু মতে দীক্ষা লও
 সংসার অসার ভেবে হও সচকিত ।
 পত্নী প্রেমে পুত্র স্নেহে, ভুলে র'লে যেই গেহে
 বিবেকীর হয় তাহা কারাগার জ্ঞান,
 লোহার বাঁধনে তোরে, বেঁধেছেরে দৃঢ় ক'রে
 দাসত্ব নিগড় গলে সদা বিভ্রমান ।
 (দিক তোরে ! দিক ওরে জাতি কুলমান !)

আশ্রয়িতা ।

(৩১)

সংসার আমার

আমি সংসারের

এ ভাব যাহার হৃদে ।

সে জন সৃজন

হলেও কখন

মিটেনা তাহার খিদে ।

আপদে বিপদে

সদা বদ্ধ রয়

চিন্তা হয় চির সাথী ।

সারথি মনের

ইন্দ্রিয় নিচয়

রিপুছয় দেহরথী ।

শোক তাপ আদি

জ্বাযম ব্যাধি

সঙ্গের দোসর হয় ।

পাপ পূর্ণ প্রাণ,

লুপ্তমহাজ্ঞান

সে সুখী কদাপি নয় ।

নিঃস্বার্থতা ।

(৩২)

বুঝা তর্ক ছাড়্

নাবা স্বার্থ ভার্

মাযার বন্ধন কাট্

ছাড়্ এ সংসার,

নাহি কিছু সার

ভাঙ্গিবে সাধের হাট ।

যাদের চাহিয়ে

রয়েছ ভুলিয়ে

শত্রু তারা অতিশয়

শমনের হাতে,

বেঁধে তুলে দিতে

তারাই কারণ হয় ।

স্বার্থের শৃঙ্খলে বাঁধা আছে বলে
 আঁখি জলে আছে গাঁথা ।
 কিন্তু মৃত্যু শেষে আসিবেনা কাছে
 ভুলে যাবে সব কথা ।

(৩৩)

অবলা অধর নহে গরল আধার
 বৈভবেই পরাভব দুঃখ দুর্গিবার ।

(৩৪)

সংসার অসার নহে নহে নিরাপদ
 ত্রিতাপ পরীক্ষা সন্য বিফলে বিপদ ।

(৩৫)

কেবা শত্রু কেবা মিত্র কেউ কিছু নয়
 জীব ভাবে শত্রু মিত্র চৈতন্যে বিলয় ।

(৩৬)

তর্ক কর, স্বার্থ ছাড়, ছাড় জীব ভাব
 আপনি আসিবে প্রেম, ভক্তি অনুরাগ ।

(৩৭)

কি আমীর কি ফকির কি হিন্দু যদন
 যে লাভে ঈশ্বর প্রেম, সেই মহাজনা

(৩৮)

হাতে কর কাজ মুখে বল হরি
 মনেতে বিবেক তবু ভবেত সংসারী ।

আপদে বিপদে

সদা বদ্ধ রয়

চিন্তা হয় চির সাথী ।

সারথি মনের

ইন্দ্রিয় নিচয়

রিপুছয় দেহরথী ।

শোক তাপ আদি

জ্বাষম ব্যাধি

সঙ্গের দোসর হয় ।

পাপ পূর্ণ প্রাণ,

লুপ্তমহাজ্ঞান

সে স্থখী কদাপি নয় ।

নিঃস্বার্থতা ।

(৩২)

রুখা তর্ক ছাড়্

নাবা স্বার্থ ভার্

মাযার বন্ধন কাট্

ছাড়্ এ সংসার,

নাহি কিছু সার

ভাঙ্গিবে সাধের হাট ।

ষাদের চাহিয়ে

রয়েছ ভুলিয়ে

শত্রু তারা অতিশয়

শমনের হাতে,

বেঁধে তুলে দিতে

তারাই কারণ হয় ।

স্বার্থের শৃঙ্খলে বাঁধা আছে বলে
 আঁখি জনে আছে গাঁথা ।
 কিন্তু মৃত্যু শেষে আসিবেনা কাছে
 ভুলে যাবে সব কথা ।

(৩৩)

অবলা অধর নহে গরল আধার
 বৈভবেই পরাভব দুঃখ দুর্গিবার ।

(৩৪)

সংসার অসার নহে নহে নিরাপদ
 ত্রিতাপ পরীক্ষা সদা বিফলে বিপদ ।

(৩৫)

কেবা শত্রু কেবা মিত্র কেউ কিছু নয়
 জীব ভাবে শত্রু মিত্র চৈতন্তে বিলয় ।

(৩৬)

তর্ক কর, স্বার্থ ছাড়, ছাড় জীব ভাব
 আপনি আসিবে প্রেম, ভক্তি অনুরাগ ।

(৩৭)

কি আমীর কি ফকির কি হিন্দু যবন
 যে লাভে সৈন্য প্রেম, সেই মহাজনা

(৩৮)

হাতে কর কাজ মুখে বল হরি
 মনেতে বিবেক তব তবেত সংসারী ।

(৩৯)

জ্যোতির্ময় ব্রহ্মরূপ হেরে জ্ঞানীগণ
তন্ত্র চক্ষে ইন্দ্ৰ মূর্তি পুলক বদন ।

(৪০)

শিক্ষক বহুল ভবে শিক্ষার্থী যে নাই
অশিক্ষার্থী হয় যারা বলিহারী বাই ।

মনোজয়ী ।

(৪১)

কামিনী কটাক্ষে যারা নহে মোহময় ।
না পারে ভুলাতে নারী কাম অভিনয়ে
দুঃশ্ছেদ বন্ধন মুক্ত সেই জন হয়
ক্ষমতা তাঁহার জেনো আছে মনোজয়ে ।
স্নেহ মমতা ও পাপ প্রধান শৃঙ্খলে
না পারে কদাপি বেঁধে রাখিতে তাঁহারে
বিষয় বিষম বিষ দ'লে পদতলে
শুদ্ধ মুক্ত সত্য পথে সে সদা বিহরে ।

হয়না কন্দর্পবানে কভু বিমোহিত
দুরাশা দুঃস্পরিহার্য্য দূরে তার রয়
মোহ অবিচার কাঁদ হেরে সচকিত
সত্য কামনা ত্যাগে সন্তুপ্ত না হয় ।

সেই পারে পরতরে বিলাইতে প্রাণ
 লভি পূত পরেশের প্রেমের ভাণ্ডার,
 কিম্বা ভগবদ্ভাবে নিয়ে তব্জ্ঞান
 রহিতে সে পারে সদা শক্তি আর কার !

কণ্ঠগত প্রাণ যদি হয়ও তাঁহার
 তবু সুখ বোধ রূপ ভগবদ্ বোধ
 বিলুপ্ত হয়না কভু, বিভূতাণ্ডে তাঁর
 পূর্ণ থাকে ষড়ৈশ্বর্য্য, হয় কৰ্ম্মরোধ ।

কাসী ।

(৪২)

কাম কলুষিত চিত্ত স্ব স্ব সুখ আশে
 সতত উদ্বিগ্ন হয় স্বার্থের পীড়নে ।
 আর্ন্তঃকথ হাহাকার শ্রবণে না পশে
 অবিচ্ছিন্ন চালিত নেত্র ভোগ অবেষণে ।

পাষণ সদৃশ হিয়া কঠোর প্রকৃতি
 বিষয়ানুরাগী মন চিন্তা বিজড়িত ।
 আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিলাভে নহে কভু মতি
 কামিনী কটাক্ষে মোহ, ত্রিতাপ তাপিত ।

বিবেক বিচার বুদ্ধি বিহীন সে জন
 দুরাশা বর্জিত হৃদে বিষয়ের তৃষা

পরহিতে পরাঙ্মুখ পাষণ্ডী ভীষণ
 ত্রৈণ ও উত্তমশূত্র, নেশায় লালসা ।

আর, বলে এ সংসার স্রুযমা স্বর্গের
 রমণী অধর স্রুধা শান্তির আধার ।
 মধুর লাবণ্যময় যৌবন যাদের
 তারা সদা লভে স্বর্গ স্রুখ অধিকার ।

দ্রুত ফেন-নিভ শয্যা শয়িত যে জন
 বিত্യാধরী সমা নারী যার বাধ্যে রয়
 কিস্বা রাজ অনুগ্রাহে স্রুসজ্জিত র'ন
 সেই দেব দেশ মাত্ত বরেণ্য নিশ্চয় ।

আদর্শ দম্পতি ।

(৪৩)

দম্পতি যুগল নিয়ে কর্ম্মবল
 বহিবে সকল বিষয় ভার ।
 র'য়ে সত্য সাথে নিয়ে কর্ম্ম মাথে
 নিক্ষামের পথে খুঁজিবে সার ।

বৈধে পরস্পরে বিশ্বাসের ডোরে
 রবে উভে প'রে নিশ্চিন্ত মনে ।
 চিন্তা চিন্তাময়ে সকল সময়ে
 জড়াবেনা পায়ে শৃঙ্খল জ্ঞানে ।

ইন্দ্রিয় নিচয়ে বাধ্য করে নিয়ে
 বধ্য রিপুছয়ে করিবে নাশ,
 প্রকৃতির ডোরে বেঁধে প্রকৃতিরে
 পরেশের করে সাঁপিবে রাশ ।

দীন দুঃখী ভ্রমে সদা হৃষ্ট মনে
 সাদর আহ্বানে করিবে দান,
 প্রত্যহ সঞ্চয় কিছু যেন রয়
 অগ্নে তুষ্ট হয় দৌহারি প্রাণ ।

তাজি ফলাকাঙ্ক্ষা কস্মেতে আকাঙ্ক্ষা
 হোক বত সংখ্যা নাহিক ভয় ।
 সে দম্পতি অতি প্রিয় শুদ্ধ মতি
 ভকতি প্রণতি সে পদে রয় ।

বিষয়ী ।

(৪৪)

বিষয়ী যে জন ভ্রমেকি কখন
 ভাবের ভবন গঠিতে পারে,
 বল কি অভাবে টানিবে সে ভাবে
 ভব ভাব যবে না ছাড়ে তারে ।

২৮

মনঃশিক্ষা ।

প্রতুপকার ।

(৪৫)

পেতে উপকার করে উপকার

যেই কদাকার ভবে ।

দহে অনিবার হৃদয় তাহার

প্রতুপকারাভাবে ।

জ্ঞানপাপী ।

(৪৬)

বীর মন লয়ে স্থির প্রজ্ঞ হয়ে

তবু যেবা বন্ধ রয় ।

মুক্ত বলি কারে ? কে যাইবে পারে ?

দুখী আনু কারে কয় ?

বিষয়ীগুরু ।

(৪৭)

যে জন ভীষণ বিষয়ীরে রাখে

গুরু পদে স্থান দিয়ে ।

মজে সে অসার নশ্বর সংসারে

স্বার্থের পসার নিয়ে ॥

জননী জুঠরে,

থেকে অধঃশিরে

উর্দ্ধপদে সদা স্মরেছ ।

ভেসে অঁখি জলে,

ফিরে চাও ব'লে

কত না তাঁহারে সেধেছ

কত না কাতরে,

সম্বোধন ক'রে

উদ্ধার হে নাথ ! বলেছ ।

দয়া কর মোরে,

আর ও সংসারে

পাঠাওনা বলে কেঁদেছ

না জানি কি পেয়ে,

কা'তে মত্ত হয়ে

সেদিনের কথা ভুলেছ ?

ভুলিয়াছ তাঁরে

ভুলেছ নিজে

ভুল নিয়ে তোলা সেজেছ

কি কৌশল জালে,

জড়াইয়া গেলে

কে জানে কি প্রেমে মজেছ ?

বিচিত্র মায়া ।

(৫০)

ধূ ধূ রবে ওই চিতার অনল
 জ্বলিছে যেথায় পোড়াতে সকল,
 সপ্ত কাষ্ঠ দিয়ে ব'লে হরিবোল
 ফিরে আর নাহি চায় ।

চ'লে যায় ঘরে আত্মীয় স্বজন
 সকল সম্বন্ধ করিয়া মোচন
 কিছুদিন পরে হয়না স্মরণ
 সে কেমন ছিল হায় !

এমন সংসারে বল কা'র তরে
 আবদ্ধ রহিব ভুলে আপনারে
 পচিতে সতত নরক মাঝারে
 কেহ নাহি ভাবে তায় ।

আশ্চর্য্য কি আর ইহা হ'তে আর
 ধন্য মায়া তুমি ! মূরতি তোমার
 না জানি কেমন, কে করে বিচার
 ছুটে আসে ছুটে যায় ।

কার তরে আসে কেনই বা আসে
 না জানে কি আশে, কোথা হতে আসে
 এসেই বা শেষে কোথা যায় ভেসে
 কভু কি গো ভাবে তায় ?

জীব ভাব নিয়ে উন্মত্ত সদাই
 অহরহঃ জ্বালা, শাস্তি লেশ নাই
 ভেবে তবু 'আমি আমার' সবাই
 কুবিষয়ে ডু'বে যায় ।

চৈতন্য সঞ্চার কিছুতে না হয়
 মৃত্যু জালে সদা জড়ীভূত রয়
 আসিবে যখন শমনের ভয়
 করিবে হায় ! হায় !

তপ্ত অশ্রুজলে ভাসিবে সেকালে
 হেরিবেনা কা'রে আপনার ব'লে
 ভাসিয়ে সতত অকূল সলিলে
 নিমজ্জিত হবে তায় ।

করাঘাত ক'রে শিরে বারে বারে
 বলিবে তখন কি মায়া নিগড়ে
 বন্ধ থেকে হায় ! ডুবিবু এবারে,
 মোহে মাঝ দরিদ্রায় !

হে অনাথ-নাথ ! পতিত পাবন
 কর এ অজ্ঞানে দয়া বিতরণ
 অকূলে ডুবিয়ে স্মরিগো এখন
 রাখ দাসে রাজ্য পায় ।

হয়েছে এবার ভুল সংশোধন
 মজিবেনা মোহে এ মূঢ় কখন ।
 উদ্ধার হে বন্ধো ! বিপদ বারণ !
 তুমি বিনে নিরুপায় !

তুমি বিনে আর হেরিনাকো কা'রে
 তুমিই অন্তরে তুমিই বাহিরে
 তুমি ধন জন সব একাধারে
 আর যত স্বপ্ন হয় ।

তাই বলি মন ! এখনো স্মরণ
 করনা তাঁহারে শান্তির কারণ
 কেন অবশেষে হ'তে জ্বালাতন
 ডুবিয়া রহিলে তা'র ?
 ভুলিওনা তাঁরে ভুলিওনা মন !
 কর সদা তাঁর নাম সংকীৰ্ত্তন
 দূরে যাবে পাপ শমন শাসন
 যুচিবেরে ভব দায় ॥

নিজা ভঙ্গ ।

(৫১)

“ত্যজি স্বার্থ স্মৃৎ ভাবে যে সমানে
 পাব কি সতের সন্ধান জীবনে
 কি উপায়ে পাব কে আছে তা' জানে
 কি বিধানে তাঁরে পায় ?

অনাদি অনন্ত বিরাট আকারে
ডাকিব কি ব'লে, কিরূপে তাঁহারে
আঁকিব সতত হৃদয় মাঝারে
ভাবিব মূরতি হায় !

কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পতি হন যিনি
সব রজ তম, গুণাতীত জানি
কি ক'রে তাঁহারে কল্পনায় আনি
ধ্যানে যাঁরে নাহি পায় ?

বহু বহু জন্ম সাধনার ফলে
লভে তব যাঁর অতি ভাগ্যবলে
আমি হৌন হয়ে পাব কি কৌশলে
হেরিবারে প্রেম রায় ?

এ ভাব যাহার উদয়ে সতত
সাধু জন বলে সেই সে ভকত
কলিতে সে লভে জ্ঞান প্রেমামৃত
যা হ'তে সন্দেহ যায় ।

সংসারের জ্বালা ক্রমে দূর হয়
সকল অভাব অশান্তি বিলয়
সেই হে'রে তাঁরে, অস্তিম সময়
অনন্তে মিশ্রায়ে যায় !

তপ জপ যোগ কলিতে না হয়,
 মনের চাঞ্চল্য হয় না বিলয়
 স্বার্থশূন্য হয়ে ভাবে মুগ্ধ রয়
 যে জন সে লভে তাঁয় ।

অনাথের সেবা পর-উপকার
 কলিতে এ হ'তে ত্রুত নাহি আর
 অন্নদান যজ্ঞ অশ্বমেধ সার
 ভূদানে বৈকুণ্ঠ পায় ॥

সত্য যুক্তি ।

(৫২)

অবিজ্ঞাই এ সংসার বন্ধন-কারণ
 জন্মিলে বিবেক-জ্ঞান সংশয় ছেদন ।
 আসক্তি বিনাশে মুক্তি জ্ঞানী জন কয়
 ইহা হ'তে সত্য যুক্তি সম্ভব না হয় ॥

জ্ঞানার্জন ।

(৫৩)

এ জীবন চিরদিন রবে না তোমার !
 সুখী হ'তে আসনি হেথায় ।
 ভোগ নহে জীবনের উদ্দেশ্য মহান্
 জ্ঞানার্জন শান্তির সোপান ॥

মনঃশিক্ষা ।

৩৭

ধর্মস্থ দুঃসাগতিঃ ।

(৫৪)

ধর্মের দুর্গতি ভেবে কেন ভ্রান্তমন !
 ক্রান্ত হও ধর্ম-পথে হ'তে অগ্রসর
 ধর্ম সুক্ষ্ম গতি লাভ করে জীবগণ
 কি ক'রে বুঝিবে নর, না বুঝে অমর ॥

একনিষ্ঠতা ।

(৫৫)

যাহা কর মনে কোণে ক'রে চিন্ত স্থির
 তা হ'লেই সিদ্ধকাম, হবে কর্মবীর ।
 হেরে পরে, নেয় হরে কর্মফল তার
 মনে ভাবে গুরু বীজ নিতান্ত অসার ॥

দয়া ও ধর্ম ।

(৫৬)

দয়া ধর্ম আভরণ যে দাতার দেহে ।
 সেইত দেবতা সত্য শাস্ত্রকার কহে ।
 রাজ অনুগ্রহ কিন্না স্বীয় স্বার্থ তরে
 যাহা হয় অনুষ্ঠান, ভোগে ক্ষয় করে !

৩৮

মনঃশিক্ষা ।

নৈষ্কর্ম্য ।

(৫৭০)

ধর্ম্য কর্ম্য সবে করে দান বিতরণ
ক'জন পরে না বল স্বার্থ আভরণ ?
সংকল্প বিহীন কর্ম্য উপাশ্রয় ষাঁহার
তাঁর পদানত ধর্ম্য, স্বর্গ কোন ছার ॥

সতের আশ্রয় ।

(৫৮)

অম্বর ও দেবভাব ভব অভিনয়ে
জীবেরে করয়ে গ্রাস গুণ কর্ম্মাশ্রয়ে ।
যে জন স্মরণ লয় সতের সতত
সব্বের উদয় হয়, রিপুবল হত ॥

নিবৃত্তিমার্গ ।

(৫৯)

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শৌচ শুচি ও অশুচি
গুণযুক্ত জীব ভাব, চৈতন্য সমানে ।
তথাপি নিবৃত্তি মার্গ শ্রেয়ঃ সাধু রুচি
ইড়া পিঙ্গলার নাশ, বাস সব্ব গুণে ।

মনঃশিক্ষা ।

৩২

কৰ্মফল ।

(৬০)

বীজ হ'তে বৃক্ষ কিম্বা বৃক্ষ হ'তে বীজ
 এই নিয়ে করে জীব চন্দ্র পরম্পর ।
 জ্ঞানী বলে কৰ্মফলে বীজ লাভে জীব
 তাহতেই কল্লবৃক্ষ, মৃত্যুঞ্জয় শিব ।

সোহহম্ ।

(৬১)

সোহহমিতি দেব-ভাব সহজে না ঘটে,
 যোগৈশ্বর্যে অহরহঃ ডুবে থাকতে হয়,
 আপনারে যেই জন হেরে সর্বঘণ্টে
 সেই সে পরমহংস, পূত প্রেমময় ॥

সদগুরু ।

(৬২)

আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা না হইলে ভাগ
 আত্মকর্মে ব্রহ্মোন্নয়ন যুক্ত নাহি রয় !
 তথা সদগুরু বিনা তপ, যপ, যাগ
 সকলি বিফল, দুর্ঘট অহকার ময় ।

মনঃশিক্ষা ।

বিষয়ী-সঙ্গ ।

(৬৩)

বিষয়ীর সঙ্গে যেবা রয় নিরন্তর
 হলেও “সাধক ভক্ত” লভে নীচ স্তর
 বিষয় বিষের জালা সঙ্গী জ্বালাময় ;
 এ সব সংশ্রব ত্যাগ করে মহাশয় ॥

কামিনী-সঙ্গ ।

(৬৪)

সাধু হয়ে কামিনীর সঙ্গ যেবা করে
 গোদুখে গোচনা হয় ! মিশায় আদরে ;
 করে বুথা বাক্যালাপ তর্ক পরস্পর
 সে নহে সাধ্বিক জ্ঞানী স্নকর্ম্মে তৎপর ॥

পরার্থপরতা ।

(৬৫)

পরস্বখে যেই জন প্রতিবাদী হয়
 প্রতিপদে অমঙ্গল তাঁহার নিশ্চয়
 পর-দুঃখ হেরে যার সদা অশ্রুবারে
 পরেশের প্রেম মালা সেই অন্তে পরে ॥

মনঃশিক্ষা ।

৪১

সদগুরু ।

(৬৬)

সদগুরু কৃপায় শুদ্ধ, তব্জ্ঞানোদয়
 শাস্ত্রের যথার্থ্য ক্রমে অনুভব হয় ।
 অন্তর্লক্ষ্য বহির্দৃষ্টি বাসনা রহিত
 সাধয়ে অসাধ্য যত জীব জ্ঞানাতীত ॥

পরোপকার ।

(৬৭)

পর উপকার ত্রুত করিয়া ধারণ
 কর্মবীর কর্মক্ষয় করে অক্ষুণ্ণ
 পরের পীড়নে যার প্রবৃত্তি ভীষণ
 দৈব বলে বলীয়ান সে নহে কখন !

অহৈতুকী ভক্তি লাভ ।

(৬৮)

সর্বব্যাগী না হইলে ভগবানে পাওয়া ভার ।
 সর্বস্ব বাহার পণ সে লভে সন্ধান তাঁর
 সুখে দুঃখে রোগে শোকে সর্বজীবে সমভাব
 যার হয়, সেই ধন্য ! তাঁ'রি ভাগ্যে ভক্তি লাভ
 (সেই ধন্য তাঁ'রি হয় অহৈতুকী ভক্তিলাভ)

“দৰ্শনশাস্ত্রান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” ।

(৬৯)

যা কিছু পবিত্র অতি, হয়ে সদা শুদ্ধ মতি
 প্রেম প্রীতি ভালবাসা বাৎসল্য মধুর,
 নিঃস্বূল করিয়ে যেবা, করে বিভূ পদ সেবা
 তাঁর প্রীতি তরে স্নেহ সে বড় চতুর ।

ঐহিক সম্বন্ধ মিথ্যা ।

(৭০)

প্রাণাধিক ভাব যারে ও অবোধ মন !
 বিচারি দেখনা তাহে স্বার্থের বন্ধন
 ছিঁড়িলে সে সূক্ষ্ম-ডোর কেউ কারু নয়
 মিথ্যা মারাজালে বন্ধ বিবেকী না রয় ।

প্রশংসনীয় কে ?

(৭১)

প্রিয়জনে করে যদি প্রশংসা তোমার
 সে নহে প্রশংসনীয় স্বার্থের বিকার ।
 সাধারণে ধন্যবাদ করে যার মন
 প্রশংসার পাত্র সেই সেই সাধুজন ॥

মনঃশিক্ষা ।

৪৩

কুৎসা ।

(৭২)

দিগন্ত ব্যাপিয়া য়ার স্তব্ধঃ সৌরভ
কলঙ্ক তাঁহার শশী বক্ষ-অলঙ্কার
পবিত্র প্রতিভা কি গো পর-কুৎসা মাঝে
লুকাইতে স্থান পায় ! পাপী তাহে মজে ।

দাষিকতা ।

(৭৩)

দগু কমণ্ডলু ধারী কিন্ধা সাজ ব্রহ্মচারী
ডোর কপিন ল'য়ে বা গৈরিক বসন ।
ধর শিরে জটাভার পর চর্ম্ম, মালা হার
অথবা বৈষ্ণব মালা তিলক সেবন
না লভিবে প্রেমতত্ত্ব, না লভিলে জ্ঞান সত্ত্ব,
সত্য না হইলে, তাই ! সারথি মনের
নিষ্কাম কর্মেতে মতি, আসিবে না নামে রতি
পারিবে না বুচাইতে কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস ।

(৭৪)

ঈশ্বরে বিশ্বাস যার, অমঙ্গল কোথা তার
বিভুর মঙ্গল কর সদা শিরোপরে
পিতৃ পিতামহ আদি, বরষিছে নিরবধি
পরলোক হ'তে পূত আশীষ সাদরে ।

সুপ্রসন্ন সাধু জন, ল'ভে সঙ্গ জেনে মন
 ধন্যবাদ অগণন নরনারী মুখে,
 সন্তোষ তাঁহার সাথী ধর্ম দেহ রথ-রথী
 প্রতি কার্যে পরমেশ রাখে তাঁরে স্মৃথে ।

কর্তব্যের দোহাই ।

(৭৫)

কর্তব্য কর্তব্য বলে, সংসার অতল তলে
 ডুবিও না ভোলা মন ! যদি ভাল চাও ।
 অসার অস্থায়ী যত, নাহি এতে পরমার্থ
 স্বার্থ বিজড়িত সব কেন ভ্রান্ত রও ।

ব্যর্থ যত দান ধ্যান, ব্যর্থ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান
 ব্যর্থ হবে ভালবাসা সদৃ ব্যবহার ।
 থাক যদি ভবমীরে, ডুবে মন ! মোহ ঘোরে
 বন্ধ হয়ে মায়া ডোরে রুদ্ধ ক'রে দ্বার ।

ভোগী । !

(৭৬)

যৌবনে যে জন সুখের কারণ, পরিজন নিয়ে রয় ।
 প্রেম পারাবারে, সে ডুবিতে নারে, শোকে তাপে আয়ুক্ষয় ।
 ভোগে নহে সুখ, বুক ভরা দুখ, ত্যাগে শান্তি অনিবার ।
 র'তে দেহে বল, কুড়াবে সম্বল, নহে অন্তে হাহাকার ॥

মরীচিকা ।

(৭৭)

মজিও না মন !

সংসারে কখন

এ যে রে মায়ার খেলা

জীবে দিতে শিক্ষা,

এ মহা পরীক্ষা

মোহ-নীরে মায়া-ভেলা,

বাসনা তুফানে

রিপুর পীড়নে

পাপ-পথে যায় ছুটে

দশেন্দ্রিয় দাঁড়ি,

মন মাঝি তারি

তাহে সুখ নাহি ঘটে ।

মোহ-স্বপন ।

(৮৮)

এ দেহ কারণ

কেন ভাব মন !

পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ ।

প্রাণ পাখী যবে

ছেড়ে চলে যাবে

স্বপ্নায় ছৌবেনা কেহ ।

এ সুবর্ণ কায়,

মিশিবে ধূলায়

চিত্তানলে হবে ছাই ।

মায়ার কারণ

এ মোহ স্বপন

মায়া মুক্ত হও ভাই ।

আদর্শ সংসারী ।

(৭৯)

স্বার্থ বিজড়িত, ভালবাসা যত, ত্যক্ত তাহা বিবেকীর ।
 সংসার সম্বন্ধে সম্বন্ধী যে জন, সে আপন অজ্ঞানীর ।
 সুখের আশায় সংসার সাজায়, হীনমতি যেই জন
 শুধু ত্যাগ তরে যে সংসার করে সেই হয় মহাজন ।

মিথ্যা ভ্রম ।

(৮০)

কা'র তরে বসি ভাব দিবানিশি
 কে সে তব আপনার ।
 কে সে প্রিয় তব বারেক ও কি ভাব
 ছুদিনের এ সংসার ।
 নয়নের দেখা করমের লেখা
 কে জানে কখন যুচে
 ভেঙ্গে যাবে হাট শমনের সাথ
 চলিবি সম্বন্ধ মুছে ।
 অনিত্য সংসার মায়া'র আগার
 মিছে আপনার ভাব ।
 আসক্তি নাশিয়ে স্বার্থ ভুলে গিয়ে
 তবে স্ব স্ব কর্মে ডুব ॥

মনঃশিক্ষা ।

৪২

ষড় রিপু ।

(৮৪)

কাম ক্রোধ আদি যে ছয়টি ব্যাধি
জীবদেহে করে বাস ।

প্রত্যেকটি তারা, অনর্থের গোড়া
দু'য়ে করে দেহ নাশ ।

তিনে করে হীন, চারে বুদ্ধি ক্ষীণ
পঞ্চমে উন্মত্ত প্রায় ।

ষষ্ঠে ইষ্ট নাশে, শত্রু পক্ষ হাসে
জীব দেহ ডুবে যায় ।

তাই বলি মন ! হয়ে সচেতন
রিপু নির্যাতন কর—

বিবেক সহায়ে, বৈরাগ্য আশ্রয়ে
শত্রু বল বীর্য হর ।

সদ্যুক্তি ।

(৮৫)

মনে কর ইষ্ট চিন্তা করি অবিরত ।

বিষয় তোমায় বাধা দিতেছে সতত ।

সদা ভাব ভক্তি পথে হই অগ্রসর

পরিজন সঙ্গ বাধা দেয় বরাবর ।

তাই বলি বিষয়ের আসক্তি ভীষণ

আত্মজন মারাত্ম্য মুক্তির কারণ ॥

৫০

মনঃশিক্ষা ।

সৎপরামর্শ ।

(৮৬)

যে বিষয় নিয়ে তুমি বিব্রত ভীষণ
 বল দেখি মৃত্যুশেষে কে হেরিবে মন !
 কোথা রবে দারা পুত্র প্রিয় পরিজন
 কেউ কি সঙ্গের সঙ্গী হইবে তখন ?
 পত্নী প্রেম পুত্র স্নেহ, আর না হেরিবে কেহ
 আর না লভিবে তুমি প্রিয় সম্বোধন ।
 জগতের কোন কাজে, আর না আসিবে সেজে
 সবাই তোমার নাম হবে বিস্মরণ ।
 এখনো সময় আছে, আপনার ইচ্ছা কাজে
 কর তূর্ণ কর মন ! আত্ম সমর্পণ
 আত্মাকে চিনিয়া লও, আত্ম ধর্মের ব্রতী হও
 এখনো সাধিলে হবে ব্রত-উদ্‌ঘাপন ।

ভোগ-নিদর্শন ।

(৮৭)

ভোগ সুখ আশে অভিলাষী যা'রা
 দুঃখের পাহাড় বহে সদা তা'রা
 মায়ার কুহকে হয় মাতোয়ারা
 মদ মত্ত চিরদিন ।

অহঙ্কারে করে ধরা সরা জ্ঞান
 সদা নিয়ে রয় আত্ম-অভিমান
 ধর্ম কর্ম আদি সৎ অনুষ্ঠান
 হীন হ'তে হয় হীন ।

ঐহিকের ছাঁচে ঢেলে দিয়ে মন
 বিষয়ে বিব্রত রয় অনুক্ষণ
 বাড়ে মুহুমূহঃ বাসনা ভীষণ
 কিছু নহে সমীচীন ।

অবিবেক-মূর্ত্তি সারথি তাহার
 চারি দিকে ঘেরা মোহ অন্ধকার
 আবিলতা ময় স্বার্থের বিচার
 চিন্তাযুক্ত অনুদিন ।

শক্তিশালী হয় ইন্দ্রিয় নিচয়
 বুকে পিঠে চড়ে রয় রিপু ছয়
 কোন শুভ কার্য্যে মতি নাহি হয়
 সবে স্তম্ভিত হীন ।

সৎসঙ্গ নাহি করে অভিলাষ
 সদৃ বাক্য শুনে লান মুখ হাস,
 সৎ পরামর্শে না রয় বিশ্বাস
 জীব ভাবে সদা লীন ।

জ্ঞান নেত্র কভু নহে উন্মীলিত
 দূরাকাঙ্ক্ষানলে দেহ জর্জরিত
 পর নষ্টে আত্ম সুখ প্রসবিত
 কভু নহে মুক্ত ঋণ ।

ভারবহ বোধ সতত জীবন
 ক্রুরতা খলতা হেরয়ে স্বপন
 অসন্তোষ বহি হৃদে উদ্দীপন
 মুখ মাধুর্য্যতা ক্ষীণ ।

পর উপকারে প্রবৃত্তি না রয়
 সহানুভূতিতে সন্দেহ উদয়
 ঈশ্বরে বিশ্বাস কখন না হয়
 সদা মন্দ কর্ম্মাধীন ।

মস্তিষ্ক বিকার ক্রমে বুদ্ধিনাশ
 দৃঢ় হতে দৃঢ় হয় মোহ পাশ
 জরাজীর্ণ দেহ দৃষ্টি শক্তি হ্রাস
 সর্বনাশ দিন দিন ।

মনঃশিক্ষা ।

৫৩

দ্বী-অবিধান ।

(৮৮)

নারী হয় মহামারী অরি বিবেকের ।
 বিবেকীর বন্ধু সদা ধাত্রী জগতের ।
 জ্ঞানদাত্রী মায়ামূর্তি স্ফূর্তি সংসারীর ।
 (বিষয়ীর) বিষদৃষ্টি রিষ্টি (প্রণয়ীর)
 নষ্টচন্দ্র সম ভ্রষ্টাচারীর সর্বদা ।
 মূর্ত্তিমতী জড় বুদ্ধি বিদ্যার্থীর সদা
 কামিনী মাথার মণি, মানি কামুকের
 জ্ঞানী নেত্রে মাতৃমূর্ত্তি প্রসূতি জীবের ।
 সতেরি সহধর্ম্মিনী অসতের শনি
 স্বকুলনাশিনী কেহ কুল বিবর্দ্ধিনী !

“সু” ও “কু” ।

(৮৯)

পরিণয় বিষময় সকলের নয়
 যার পতিরতা নারী সে সুখী নিশ্চয় ।
 যেই নারী অত্যাচারী অপ্রিয় বাদিনী
 পর পুরুষেতে মন নামেতে হস্তিনী
 সে নারী স্বামীর অরি পাপ প্রতিকৃতি
 তাহার সংসর্গে কভু নাহি অব্যাহতি
 রাত্রে গ্রাসে রবি শশী যথা হীন হয়
 তেমনি অসতী সঙ্গে পুরুষত্ব ক্ষয় ।

মনঃশিক্ষা ।

পরিণয় ।

(৯০)

পরিণয় সুপবিত্র স্বর্গীয় সংস্কার
 পূত পারিজাত সম সৌরভ তাহার ।
 কিন্তু যেথা প্রেম নয় কাম-অভিনয়
 পর্য্যাসিত পূতি গন্ধ প্রসূন নিশ্চয় ।
 প্রেম পূর্ণ হয় যদি দৌহাকার প্রাণ
 কে বলে উদ্বাহ নহে মুক্তির সোপান ।
 ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সিদ্ধি হয় তায়
 সার্থক সে নরজন্ম, যুচে সব দায় ।

প্রায়শ্চিত্ত ।

(৯১)

নারী হয়ে যদি, প্রকৃতি বিরোধী, কি কাজ জীবনে আর ।
 কুসুমের হারে, যদি অঙ্গ পোড়ে, ছিঁড়ে ফেল গ্রন্থী তার ।
 ভালবেসে যদি দুঃখ নিরবধি—ভালবাসা ব্যাধি তোর
 ভেবে ভগবান কর আত্মদান, কেটে যাক মোহ—ঘোর ।

বন্ধুত্ব ।

(৯২)

বন্ধুত্ব স্বর্গীয় বটে নিঃস্বার্থ শৃঙ্খলে
 বন্ধ যদি দুইজন হয় ভাগ্যবলে
 সুপূণ্য প্রসূত ভাগ্য মালা পারিজাত
 সাধুজন গ্রীবে তাহা শোভে দিনরাত ।

মনঃশিক্ষা ।

৫৫

প্রশ্নোত্তর ।

(৯৩)

বল ওরে মন ! ইহ জ্বালাতন এ মোহ-স্বপন কার ?
কে গড়িল দেহ এ ইন্দ্রিয় ব্যাহ, রিপুদের অধিকার
কে পাঠালো হেথা, যুরি যথা তথা পাইনা ঠিকানা তার
“বুঝিবা পরেশ পরীক্ষা-কারণ স্বজিলেন জীবাগার” ।

আমি ও আমার ।

(৯৪)

মিছে খেটে মররে মন ! কেন মিছে খেটে মর ।
শেষের সেদিন ঘুনিয়ে আসছে আপন পথ ধর ।
আমার আমার বলছ কাকে কেন এ অহঙ্কার !
আমিও যে আমার নয়, রাখ কি খবর তা'র ?
প্রাণের বোঝা মাথে নিয়ে, চল্‌ছি দিবা বাসী,
বল্‌ দেখি তোর, কাটল কি ডোর, গেল কি আমার আমি ?
গন্তব্য পথ সে পথ, সুপথ, যদি ন না তোর মিলে
বুঝা হলো যা কিছু ভাই ! রহিলি অতল ভলে
এখনো মতি ! বিবেক বাতি, জ্বালনা আপন হৃদে
চ'লে যাবি, আপন স্থানে, নয়ন দু'টি মুদে ॥
মোহের বিকার “আমি ও আমার”, দেনা এবার কেটে,
চল্‌না চলে তাঁর ধ্যানে, রহিবি ক'দিন হাতে ।
দিন যে গেল জ্ঞান না হল ? সন্ধ্যা এলো ঘিরে
কাঁদবি পরে আঁধার হেরে কে নিবে আর পারে ?

৫৬

মনঃশিক্ষা ।

জাগরণ ।

(৯৫)

ধন জন পরিবার

তুমি কার কে ভোগার

এ সংসার জীব কারাগার ।

ছুটে যাই ছুটে আসি

কত কাঁদি কত হাঁসি

মিটে নাক বাসনা বিকার ।

সতত আশার দাস

জীব ভাব হা ছতাশ

নয়নে পড়ে না প্রেম বাতি ।

পবিত্রতা নাহি প্রাণে

সন্দেহের বোঝা টেনে

নিয়ে মাথে চলি পথ নিতি ॥

মরিব বিশ্বাস নাই

বাঁচিতেও নাহি চাই

মৃত্যু উপাদান সদা ধ্যান ।

এ কুহকে যতদিন

ওরে জীব মতিহীন !

আনিতে পারে কি বিভূ জ্ঞান ?

কি ক'রে যাইবে রোগ ?

কেন না পাইবে শোক ?

কর্মফল কে করে খণ্ডন ?

যে বীজ রোপণ হবে

অনুরূপ ফল লাভে

ব্যতিক্রম সম্ভবে কখন ?

না জানি কি সুখা আশে

গরলে ডুবিয়া আছে

জীব ভাব নিয়ে জীবগণ ?

শমন যে আসে রু'থে

দেখেও কি নাহি দেখে ?

পক্ষ কেশ বধির শ্রবণ ।

নয়নে আঁধার হেরে

সতত মস্তক ঘুরে

পেটে খিদে অরুচি ভীষণ ।

ক'দিন রহিবে আর

যেতে হবে পর পার

চিন্ত এবে পরেশ চরণ ।

নিশ্চিন্ত থেকো না ভাই !

কি ছিলে কি মনে নাই

কোথা হ'তে আসিয়াছ কোথা ।

কি কার্য সাধিতে হবে
 কেন তুমি ভুলে যাবে
 কেন হবে যাতায়াত বুথা ।

চোখের বসন খোল
 স্বার্থ-সুখ দূরে ফেল
 পরার্থে জীবন কর দান ।

হবে ভাই ! গণ্য মাণ্ড
 বরেণ্য জীবন ধন্য !
 যাবে দৈন্ত ঘৃণ্য কু অজ্ঞান !
 প্রেমিক ভক্ত ।

(৯৬)

কামনা বিহীন কন্ম ইচ্ছা উপাসনা ।
 ক্ষুধা তুরে ধন দান নিম্মূল বাসনা ।
 ছোট বড় সম জ্ঞান সোদা সুখে দুঃখে
 সেই সে ভক্ত প্রিয় প্রেমে পূর্ণ থাকে ।

মায়া-বদ্ধ ।

(৯৭)

মায়ার সংসার ইহা ভেবে যেই জন
 মায়ামুক্ত হ'তে নাহি করয়ে যতন
 হলেও সে সুবিশাল রাজার তনয়
 সূর্য্য বলে দীন হীন কাজাল নিশ্চয় ।

মনঃশিক্ষা ।

৫৭

সত্ত্ব জ্ঞান ।

(৯৮)

আপনারে ছোট ক'রে বড় করে পরে
চির সুখী সেই জন অবনী মাঝারে ।
পর সুখ ভাবে সদা নিজ তরে নয়
সেই সে পরম জ্ঞানী পুণ্য প্রেমময় ।

স্বার্থ তীক্ষ্ণ ।

(৯৯)

কেন পান্থ শ্রান্ত হও বৃথা কৰ্ম্ম নিয়ে
হের কি কুকৰ্ম্মে তোমা রেখেছে ঘিরিয়ে ?
স্বার্থ ছাড়, কৰ্ম্ম কর, সঙ্কল্প বিহীন
অবশ্য লভিবে ইচ্ছা ভক্তি সমীচীন ।

অনাসক্ততা ।

(১০০)

ছাড় স্বার্থ শত্রু মিত্র ভাব অভিনয়
যুবতী প্রসঙ্গ সঙ্গ, বৃথা বাক্য ব্যয় ।
ছাড় রঙ্গ যাহে ভঙ্গ কর্তব্য মহান
তবে ত হেরিবে মন ! মুক্তির সোপান ।

কালো জগদ্ ভক্ষকঃ ।

(১০১)

হের নাকি মৃত্ত মন ! চিত্তাধূমে মিশে ।
 স্বর্ণকায় উড়ে যায় অনন্ত আকাশে ?
 কি ভেবে রহেছ ব'সে, কিসে মুখে হাসি আসে ?
 ভাব নাকি সেই দিন আসিবে তোমারও কাছে ?
 হেরিতে যে প্রাণ কাঁপে, ব'সে আছ কোন স্থখে ?
 আসিবে সে মহাকাল তোমারও সকাশে ।
 এখনো সময় আছে, এখনো ডাকিলে আসে
 কালে পদ তলে দ'লে যে লইবে বক্ষ মাঝে ।

অজ্ঞানতা ।

(১০২)

মৃত্ত মতি জন পারে না কখন
 বিষয় বাসনা করিতে বর্জন ।
 শত দুঃখ তারে শাসাইয়া মারে
 তথাপি শুনে না বিবেক বচন ।
 ভাবে না কদাপি, উড়ে গেলে পাখী
 পিঞ্জর কোথায় পড়িয়া র'বে
 কোথা রবে জন ধন ও যৌবন
 সঙ্গের দোষর কেউ কি হবে !

मनःशिक्षा ।

62

জীব ভাব ।

(१०७)

সংসারে আসক্তি যার, সে কি পায় ভক্তি তাঁর
ঘটে কি গো ভাগ্যে তার সতের সন্ধান ।
সতত পোষয়ে রোষ, সাথে যত কৰ্মদোষ
সন্তোষ তাহার শত্রু মিত্র অকল্যাণ ।
করয়ে ইন্দ্রিয় সঙ্গ, নিয়ে সদা নানা রঙ্গ
ক্রমে ক্রমে সাস্থ্য ভঙ্গ কর্কশ স্বভাব ।
জড়িয়ে বাসনা-পাশে, হরিতে জীবন নাশে
মিত্র কান্দে শত্রু হাসে নিয়ে ভব ভাব ।

স্বার্থপরতা ।

(१०८)

স্বার্থপর মর কোথা অবসর
পূণ্যের খবর লইতে ।
শকুনির প্রায় অধো দৃষ্টি হার !
বিচরে যদিও শূন্যেতে ।
পর দোষ পেলে আনন্দ উথলে
আত্মদোষেই উদাসীন ।
হিংসার অনলে দহে দলে বলে
কোন কালে সে নহে হীন ।

(১০৫)

হরি নাম ভালো হরি নাম আলো
 হরি হরি বল বদনে ।
 কলি জীব বন্ধু নাশে ভব বিন্দু
 বারে ভাব-সিন্ধু স্মরণে ।
 ডাকিলে আনন্দ দূরে যায় সন্ধ
 মন্দ নাহি রয় মরণে ।
 মুক্ত লুক হয়, ক্ষুদ্র স্থখে রয়
 বন্ধ “মুক্ত জীব” জীবনে ॥

বিষকুন্তঃ পয়োগুথঃ ।

(১০৬)

রসনায় সরলতা হৃদে আঁকা কপটতা
 সে কি বুঝে ব্যথিতের ব্যথা !
 সে মহা পাষাণী হয়, ক্রুর মতি তারে কয়,
 তার হৃদে বিষকুন্ত গাঁথা ।
 তার সঙ্গ পরিহর, তার দেয় দূরে কর,
 না লইও মুখে তার কথা ।
 সে জন ভকত হলে, ভক্তি যাবে গঙ্গাজলে,
 হবে দেব ভাব আবিলতা ।

মনঃশিক্ষা ।

৬৩

নিন্দুক ।

(১০৭)

দেব নিন্দা মুখে যার; কোথা আছে সুখ তার
 ইহকালে পাপে জ্বলে অন্তেতে নিরয় ।
 সপ্ত জন্ম মুক হয়ে, জন্মে সে দরিদ্র গেহে
 ভিক্ষানে উদর পূর্ণ কোন ক্রমে হয় ।

তথা গুরু পিতা মাতা, কিস্বা সাধু পতিরতা
 অথবা বিভিন্ন ধর্মী ধর্ম বা আচার
 জ্ঞানী জন না নিন্দিবে, নিন্দিলে পাতক হবে
 পুরুষানুক্রমে যাবে নরক মাঝার ।

যে, যে ইচ্ছা নিয়ে থাকে, মিষ্ট বাক্যে ভক্ত তাঁকে
 বুঝাইবে তাহে হুবে মুক্তি সুনিশ্চয় ।
 কদাপি আপন মতে, না সাধিবে দীক্ষা নিতে
 মহা পাপ ভোগ তা'তে দুই নষ্ট হয় ।

বৈষ্ণব ও গান পত্য, কিস্বা শৈব সৌর শান্ত
 একে পাঁচ পাঁচে এক সতের নির্দেশ
 যার মনে ভিন্ন ভাব, তার না হইবে লাভ
 না লভিবে ধর্ম কর্ম কভু পুণ্য লেশ ।

অবদর ।

(১০৮)

বিবেকের পথে

দৃঢ় বল নিয়ে

হৃদয় বাঁধিয়ে দাঁড়া এবার ।

পাপের তরঙ্গ

ঠেকিবেনা পাবে

ভব পারাবার হইতে পার ।

এ সুযোগ মন !

পাবে না কখন

অভিবোগআর দেবে বা কারে

হৃদয়ের আলো

নয়নের পথে

ভাল মন্দ সব দেখায় তোরে ।

সুসঙ্গ ।

(১০৯)

শুদ্ধ সঙ্কল্প ছান য়ার,

নিকাম কর্ম্মেতে তাঁর

রয় মতি অনিবার সদাচার ভজে ।

বিবেক বৈরাগ্যাশ্রয়ী,

মন সর্ব্ব রিপু জয়ী

ইন্দ্রিয় গর্হিত কার্য্য বিষবৎ ত্যজে ।

অধরে বিধুর হাসি,

অন্তরে আনন্দ রাশি

সন্তোষ মন্দিরে বাস অহরহঃ করে ।

দয়া ধর্ম্ম সরলতা,

এক নিষ্ঠ একাগ্রতা

তাঁহার আধার হয়ে তাঁহাতে বিহরে ।

সেজন সৃজন কয়,

জীব চক্ষুে শিব হয়

পতিত পাবন প্রিয় পরেশের সদা ।

সে জন যে দেশে রয়,

সে দেশ পবিত্র হয়

সে সঙ্গ সৃখের কয় সাধু সরবদা ।

মনঃশিক্ষা ।

৬৫

বিকৃত মস্তিষ্ক ।

(১১০)

বিকৃত মস্তিষ্ক বার, অন্তর্লক্ষ্য কোথা তার
 সত্যের আশ্রয় সে কি পায় ?
 থাকরে আশ্রয় ভাবে, সদা কুবিষয়ে ভুবে
 বারম্বার আসে আর যায় ।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যাহা, বুঝিতে পারে কি তাহা ?
 রজস্তমোগুণে মোহময় ।
 সকাম সাধনে মতি, কুরুর্মে ইন্দ্রিয়-গতি
 মারার কুহকে ম'জে রয় ॥

জিহ্বার সংযম নাই, বাসনা বাড়য়ে তাই
 কাম ক্রোধ আদি সঙ্গী ছয় ।
 আমি ও আগার বোল, ধর্ম্ম কর্ম্মে গণ্ডগোল
 কাম ভোগই পুরুষার্থ কর ॥

আমি স্থখী আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ আমি যোগী,
 সবেতেই “আমি” “আমি” রব ।
 অজ্ঞানেই অধিষ্ঠিত, নাহি বুঝে ইষ্টানিষ্ট
 অধোগতি প্রাপ্ত হয় সব ।

৬৬

মনঃশিক্ষা ।

পাপ-চিত্র ।

(১১১)

মনে বার পাপ, হৃদে তার তাপ, করম-কালিমা-মাখা ।
 সাধুজন তা'রে, পায় ঠিক হেরে, বিষাদ বদনে আঁকা ।
 সদা আন-মনে, রয় মন্দ ধ্যান, কোন কার্যে নাহি মতি ।
 সামান্তেতে হয় কষ্ট অতিশয়, হান্তে অসন্তোষ অতি ।
 বিকার বিরক্তি, নয়নেতে ভাতি, অখ্যাতিতে নাহি ভয় ।
 ভোজনে চতুর, বচনে মধুর, বাচালতা অভিনয় ।
 আবিলতা ময়, উপদেশ চয়, স্বপ্রধান সর্ব কাঙ্গে ।
 মহাজন কয়, সঙ্গ যোগ্য নয়, থাক মন তা'রে ত্যাঙ্গে ॥

কুসঙ্গ ।

(১১২)

কামুক, কুপণ, ক্রুর, কুটিল কর্কশ ।
 কদাপি না হয় তারা ভুলে ভক্তি বশ ॥
 ভক্তজন এ পাঁচের সঙ্গ না করিবে ।
 পরশ্রীকাতর খল, বিষবৎ ত্যজিবে ॥
 পরের পীড়ক সদা পর নিন্দাকারী
 আত্মীয় হলেও যেন নয়নে না হেরি ।
 পশু প্রবৃত্তিতে কিম্বা পাপ অনুষ্ঠানে
 যে জন করয়ে ধন অর্জন সমানে

হলেও সে রাজবংশী, রাজ-কর্মচারী
 লুকাবে নিজেই তন্তু অহি মনে করি ।
 জ্ঞানী বলে জ্ঞান বলে সে সবেও তরি
 পর দার লোভী যেন মৃতও না হেরি ॥

পরিণাম ।

(১১৩)

শিশ্নোদর পরায়ণ যেই মূঢ় জন
 না বুঝে প্রকৃত তত্ত্ব কে পর আপন ।
 পূজা পাঠ দান ধ্যান নাম জ্ঞান হয়
 পরকাল তরে তার কিছুই না রয় ।
 নিম্ন হতে নিম্নস্তর লভে জন্মান্তরে
 ইহাই নরক স্বর্ণ্য বিবেক বিচারে ॥

মায়া মুগ্ধ ।

(১১৪)

সূত্রে পুষ্প মালাবৎ পরমাত্মাপ্রেমে—
 গাঁথা সদা জীবগণ মায়ায় মোহিত
 লক্ষ্য ভ্রষ্ট সদা তারা তাই আত্মজ্ঞান হারা
 ডাকিলে পায়না সাড়া শুনে বিপরীত ।
 না পোলে সাধক গুরু, পায় কি সে কল্লতরু

স্বার্থ ভীকু জন কিগো ! বুঝে হিতাহিত ?
 অর্থ তরে সদা যুরে, অনর্থ চাপায় শিরে
 ধর্ম ঘর চুরি করে পাপী হুনিশ্চিত
 হেন জন গুরু নন যুক্তি শাস্ত্রোচিত ।

অনাসক্ত ।

(১১৫)

অষ্ট প্রকৃতির বশে, থেকে জীব কল আশে
 করে কর্ম, তাই আসে ভবে বারম্বার ।
 কিস্বা কোথা জীবে শিবে, পার্থক্য করেছে কবে ?
 অব্যক্ত ও ব্যক্ত ভাব দুইই তাঁহার ।
 উদ্ধরেতা যেই জন স্থির, বুদ্ধি দেহ মন
 সেই শুধু জানে তব্ব সেই হয় লয়
 কিস্বা যে প্রকৃত ভক্ত, নহে কর্ম পরতন্ত্র
 শুদ্ধ মুক্ত সেই জন তত্ত্বজ্ঞানী হয় ॥

মুমুক্শু ।

(১১৬)

মোক্ষ অভিলাষী যারা, ভাবে কি মরণ তাঁরা
 গুরু উপদেশে সদা লক্ষ্য ইষ্টপদে ।
 আত্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান, প্রণবে বিশুদ্ধ জ্ঞান
 মতিমান, ধনবান সাধ্বিক সম্পদে ।

হাস্যে শূন্য অহং জ্ঞান, করে জপ তপ ধ্যান
 দান আদি সব গুণী শুভ অনুষ্ঠান,
 সাধু ভাবে অবস্থান, সর্বজীবে আত্মদান
 সাধু সঙ্গ হয় মোক্ষ ব্রত উপাদান ।

পর-দুঃখ কাতর ।

(১১৭)

পর দুঃখ হেরে হাসিও না মন !
 তোমারও সম্মুখে হয়ত ভীষণ
 কি আছে কপালে কে জানে কখন
 অদৃষ্ট আধারময় ।

অদৃষ্টের আলো নয়নে না পড়ে
 কে হয় সক্ষম অদৃষ্ট বিচারে
 পলকে প্রলয় ভাবিয়া অন্তরে
 সাধু সদ ধ্যানেরে রয় ।

সৎ চিন্তা বাঁধ হৃদয় ভূষণ
 পর দুঃখ হেরে কাঁদে সেই জন
 আত্ম স্মৃতি নহে সন্তুষ্ট কখন
 দুঃখী দুঃখে দুঃখময় ।

দুঃখের পসরা দলিয়ে চরণে
 প্রেম আলিঙ্গন দেয় দুঃখী জনে
 দয়াময় মূর্তি ! মুক্ত হস্ত দানে
 দেহি দেহি সদা কর ।

বলে সবে কর দুঃখী জনে দান

চিন্তা সবে সদা দুঃখীর কল্যাণ

ভাব অনুদিন সব এক প্রাণ

তুমি আমি ভিন্ন নয় ।

ভোমাতে আমাতে একি রক্ত ঝলে

এক পথে সব যেতে হবে কালে

একের চিন্তায় বিভোর সকলে

এক(ই) সর্বসাধার হয় ।

এক ভাবে গড় সবার জীবন

একের চিন্তায় ঢেলে দাও মন ।

ভাই ভাই নহে বিভিন্ন কখন

একেতে উৎপত্তি লয় ।

একতার ডোরে বন্ধ পরস্পরে

রও সর্বকাল, সূক্ষ্ম রজ্জু ধ'রে

বৃথা চিন্তা ভাই ! কর এবে দূরে

দূরে যাবে দুঃখ ভয় ॥

মোহ-মুক্ত ।

(১১৮)

দিব্যোন্মাদে হায় ! উন্মত্ত যে জন

সে নহে অজ্ঞান ওরে ভ্রান্ত মন !

যে হেরে তাঁহারে পবিত্র সে জন

সে যে পরমার্থ ধন ।

পারত্রিক পথে সেই পারে নিতে
 সেই হ'তে জীব ভাসে প্রেমস্রোতে
 সে আলোক বাণী, অন্ধকারপথে
 ভয়শূন্য করে মন ।

সঙ্গে যেবা তাঁর সতত বিহরে
 লভে সে বৈরাগা বিবেক বিচারে
 ভগবচ্ছাতি নয়নেতে পড়ে
 হিয়া শান্তি-প্রসবণ ।

প্রেমের ঠাকুর সেই মহাজন
 তাঁর উপদেশে বৈকুণ্ঠে গমন
 দয়া করে আর যদি গুরু হন
 তুচ্ছ এ ঐহিক ধন ।

পরমার্থ ধনে পুরয়ে ভাগ্য
 ভোগে ক্ষয় কর্তু নাহি হয় যার
 রোগ শোক আদি রহে নাকো আর
 শমন শাসিত হন ।

রিপুগণ ভয়ে সদা বাধ্য রয়
 মায়া পাশ কেটে মুক্ত সেই হয়
 হেন সঙ্গ সুখ লভ মোহময়
 বলে সদা সাধু জন ॥

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

(১১৯)

কুপ্রবৃত্তি কলুষিত চিত্ত নহে যাঁর
সন্তুষ্ট সকল কার্যে ভগবান তাঁর।

(ক) প্রবৃত্তির পথে কিস্বা ক'রে বিচরণ
নিকামে নিশ্চল চিত্ত করেছে যে জন,
সেও লভে পরমেশ ঐশ্বর্য্য মহান
ক্রমে প্রেমময় মূর্তি হেরে মূর্তিমান।

(খ) সকাম হয়েও যেবা বাসনা শৃঙ্খলে
আবদ্ধ না রয় তা'রে ভাগ্যবান বলে ;
সেও উচ্চতম স্থান করে অধিকার
সাধুজন ধন্যবাদ সদা করে তা'র।

(গ) স্বার্থপরতার সীমা ক'রে অতিক্রম
সকামতা অতি দূরে থেে করেছে ত্যাগ।
সাধুজন মধ্যে তাঁর অতি পরাক্রম
সেই লভে ষড়ৈশ্বর্য্য বিভূ অনুরাগ।

(ঘ) এই হয় দুর্ভাগ্য ভববৈতরণী
ভেবে ইহা যেইজন সতর্ক না রয়।
কে বলে তাঁহাকে জ্ঞানী অতি মুগ্ধ প্রাণী
বিধাতা বিমুখ মুঢ় ! চিত্ত মোহময়।

(ঙ) “মিথ্যা এ সংসার, সত্য প্রাণাধার
পরমেশ প্রেমময়”—

এই ভাব যার সেই পায় পার
বিবেকী তাঁহারে কয় ।

সেই পায় শান্তি, যায় মোহ ভাস্তি
অহেতুকী ভক্তি লভে

কাটে মায়া-পাশ, ফুটে প্রেম-হাস
বন্ধ নাহি রয় ভবে ।

সাধু বাণী ।

(১২০)

কোন সুখা জীব ! ভাবিয়া ভক্ষ্য
লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যুরিছ রে ?

কোন শাস্তি তরে পঞ্চামৃত ছেড়ে
গরল সাগরে ডুবিছ রে ?

কোন ক্ষুধা তোর, ছিঁড়ে ধৈর্য্য ডোর
করিছে বিভোর সতত রে ?

কি পিপাসানলে, আল্হতির ছলে
আপন জীবন ঢালিছ রে ?

কা'র মুখ চেয়ে, আপনা ভুলিয়ে
পাপেতে মজিয়া রহেছ রে ?

কোন সুখ আশে, মোহনয় পাশে
 হেসে হেসে বন্ধ হতেছ রে ?
 কি সাধের খেলা নিয়ে সারা বেলা
 হেলায় জীবন কাটিছ রে ?
 কি খেলালে তুমি সেজে অশ্বস্বামী
 দায়িত্বের বোঝা বহিছ রে ?
 কি ধন মানসে, পর-ভৃত্য সেজে
 আপন প্রভু হারাও রে ?
 কোন সুখ পেতে, অবিবেক-পথে
 কা'র সাথে কোথা ছুটিছ রে ?
 কারে সুখ দিতে, চিন্তা দিবারাতে
 কে তব এ ভব মাঝারে রে ?
 তুমি ও তোমার, সম্বন্ধ কাহার
 বারেক ভাবিয়া দেখ কিরে ?
 তুমি চ'লে গেলে, কে তোমার ব'লে
 তোমাতে আবদ্ধ রহিবে রে ?
 তুমি যেথা যাবে, তব সাথী হবে
 সে আপন ভেবে পাও কিরে ?
 তবে কেন জীব ! না ভাবিয়ে শিব
 নিশ্চিন্তে অশিব আলিঙ্গ রে ?
 পারের খবর লওহে বর্ষের
 সময় ফুরায়ে এসেছে রে ?

দৈববাণী ।

(১২১)

মৃত্যু শেষে ওরে সূক্ষ্ম দেহ ধরে

যবে তুমি যাবে গগন পথে ।

সে দিনের কথা সে মরম ব্যথা

ঘোরে নাকি সদা তোমার সাথে ?

যমের কিঙ্কর এ'সে বরাবর

বসিবে যখন শিয়র দেশে

হেরিলে তাহার বিকট আকার

ঘন শিহরিবে ভীষণ ত্রাসে ।

যবে সমুদয় পাপ অভিনয়

অভিনীত হবে নয়ন-পথে ;

এক এক ক'রে হেরে আঁখিনীরে

ভাসিবে তখন আকুল স্রোতে ।

হেরিবে না আর কাছে আপনার

রহিয়াছে কেহ অভয় দিতে ।

জীবনের যত পাপ পুঞ্জীকৃত

তাই সেজে আসে দোসর হতে ।

হৃদয় কাঁপিবে আতঙ্কে ডুবিবে

“কি হবে কে নেবে করিয়ে পার”

এই ভেবে ভেবে দেহ ত্যাগিবে

শমন ধরিবে অমনি ঘাড় ।

পড়ে রবে ভ্রাত ! ধন জন যত
 সুসজ্জিত শত দালান কোঠা ।
 তোমার অভাবে যত দুঃখ হবে
 শত গুণ দেবে শমন বেটা ।
 বৈতরণী-তীরে যবে যাবে ওরে
 পাপীর চিৎকারে কাঁপাবে দেহ ।
 কারু কেউ নাই, উলঙ্গ সবাই
 কারু দিকে নাহি হেরিছে কেহ ।
 সবে কম্পমান ভাসিছে বয়ান
 কঠোর শমন শাসন ভয়ে ।
 খর শ্রোত হয় ! উষ্ণ বারি তায়
 কি ক'রে সাঁতারি উঠিবে গিয়ে ?
 হেরিবে কে আর, বিকট আকার
 হাঙ্গর কুস্তীর আসিছে তেড়ে ।
 শাপিনীর দল, গায়ে বেঁধে বল
 পাপীর মস্তক দংশন করে ।
 জলৌকা আসিয়ে ধরিছে ঘিরিয়ে
 হৃদয় বিদরে সে দৃশ্য হেরে ;
 কারু বাধা দিতে শক্তি নাহি চিতে
 যমের মুণ্ডর মাথায় পড়ে ।
 ভাবিবে তখন, ওরে ভ্রান্ত মন !
 কেন অকারণ সংসার নিয়ে

ভুলে ভগবান, নিয়ে কু অজ্ঞান
 দিছি আত্ম বলি মায়ার পায়ে ।
 ভাবিতে ভাবিতে হেরিবে চকিতে
 আছে সেতু এক যাইতে পারে
 কিন্তু ক্ষুর ধার যেতে সাধ্য কার !
 কেশের ধরনী যাবে যে ছিড়ে ।
 পুণ্য সাথে যার সেই হয় পার
 হেরিবে যখন ও অজ্ঞ জন !
 অনুতাপানলে, ভেসে আঁখি জলে
 কাঁদিলে তখন কাঁপিলে মন ।
 দুঃখ জ্বালা সরে, যে কোন উপায়ে
 পারে গিয়ে যদি পৌঁছিতে পারে ।
 যম দূত গণে নিয়ে যায় টেনে
 ধরম রাজার বিচার ঘরে ।
 পূণ্যশ্লোক ঘাঁরা মুহূর্ত্তেকে তাঁরা
 সুবিচারে ছুটে স্বরগ বাসে ;
 পাপী পড়ে রয়, হায়ে নিরাশ্রয়
 সংবৎসর কাল ভীষণ ত্রাসে ।
 পুরকাদি দান, যত অনুষ্ঠান
 অনুষ্ঠিত হয় মৃতের তরে
 মহাপাপী জন লভে না কখন
 পাপের তাড়না' পুড়িয়ে মারে ।

প্রেত দেহ ধরে নরকের দ্বারে
 বাঁধা রয় তারা বিচারাবধি ।
 কাল পূর্ণ হলে, স্ব স্ব কর্মফলে
 ছুটে স্ব স্ব বাসে নয়ন মুদি' ॥

বিবেকের পথে ।

(১২২)

কেন আসা এ সংসারে, কে তাহা বলিতে পারে
 একজন পারে সেও সতের আধারে—
 বিবেক তাহার নাম, যারে পেয়ে প্রাণারাম
 প্রাণময়ে অবিরাম চিনাতে যে পারে ।

যার জানিবারে আশা, হৃদয়ে সাজায়ে বাসা
 প্রতিষ্ঠা করহ তারে সমস্তনে তা'র
 সঁ পিয়া চঞ্চল মন, আসক্তি ও আকিঞ্চন
 পূজ তারে সর্ববন্ধন স্বীয় মহিমায় ।

সে সব বলিয়া দিবে, তূর্ণ আশা পূর্ণ হবে
 মনুষ্যত্ব বেড়ে যাবে, “প্রেম দরিয়ায়”
 আনন্দে ডুবিয়া রবে, দুঃখ দৈন্ত্য দূরে যাবে
 আপদে বিপদে হবে শ্রী গুরু সহায় ।

মনঃশিক্ষা ।

৭২

বিবেক বাণী ।

(১২৩)

ওরে ভ্রান্ত মন !

ভাব কি কখন

স্বথের কারণ কিবা ?

কিসে শান্তি মিলে

মুক্তি কাকে বলে

কাহাতে বিশ্বের শোভা ?

কা'র তরে আসা,

বুকে কোন আশা

এ বাসা ক'দিন রবে ?

কোথা যেতে হবে,

কা'রে সঙ্গে নেবে

ঠিক কি ক'রেছ ভেবে ?

স্বথ আশে হয় !

আলিঙ্গ সবায়

ধন জন পরিবার ।

লভেছ কি স্বথ

খণ্ডিছে কি দুখ

খুলেছে কি শান্তি দ্বার !

হৃদি বৃন্দাবনে,

যুগল মিলনে

হেরেছ কি কভু তাঁরে

কিন্মা মূলে বসে,

মনোহর বেশে

ডাকিছে মধুর স্বরে—

শুনেছ কি তুমি,

ওরে “আমি আমি”

আমার আমার ওরে ?

ধিক তোরে মন !

দুর্লভ জীবন

বুখা গেল ঘুরে ফিরে ?

অকারণ এলে ভ্রান্তি নিয়ে র'লে
 শাস্তি না লভিলে কতু
 এখনো জাগাও, মোহ কেটে দাও
 মিলিবে ভাবিলে বিড়ু ।

তত্ব-বানী ।

(১২৪)

কেন অকারণ হের গুণে মন !
 মোহ বিছানায় গুণে অনুক্ষণ
 সংসার অসার মায়া'র স্বপন
 অল্পক্ষণ এ ধরায় !

এ নহে প্রেমের প্রকৃত আশ্বাস
 চিরদিন স্থান স্থখের সম্পদ
 ক্ষণকাল তরে, ধরেছ যে পথ
 নিমেষে ফুরায়ে যায় !

যুম ভেঙ্গে গেলে ভ্রম যাবে চলে
 স্বপ্ন সুখ দুখ ভাবিবে না ভুলে
 মিছে মোহ ঘোরে জীবন খোয়ালে
 জাগিয়া দেখ না হায় !

সুখে পুণ্য কর, দুঃখে কর পাপ,
 প্রেম হয় লাভ এলে অনুতাপ
 বিচারে বৈরাগ্য ভোগে অপলাপ
 মনুষ্যত্ব লোপ পায় !

ধান যার মন ! কামিনী-কাঞ্চন
 ক্ষুদ্র গণ্ডি মাঝে আবদ্ধ সে জন
 শুনে না সে কভু বিবেক বচন
 মানে না সে বিভু হায় !

কর্তব্যের কোলে, যায় না সে ভুলে
 নিয়ে মোহ এক ঘুরে মায়া-কূলে
 মহা দুঃখ-মাঝে স্বার্থ স্তখে ভুলে
 নিজেকে হারিয়ে যায় ।

চিনালে চিনে না কে আমি আমার
 বোঝালে বোঝে না, বিবেক বিচার,
 অমূল্য ভাণ্ডার, করে ছারখার
 ডুবে ভব দরিয়ায় ।

দুর্লভ জীবন যায় অকারণ
 ঘুরে আসে পেয়ে শমন-শাসন
 কখন হয় না উদ্দেশ্য সাধন
 সাধু সাবধান তায় ।

(সাবধান রও তায়)

গুঢ়, দুঃখ হেরে হয় মুহুমান
 খুঁজিয়া বেড়ায়, স্ত্রুথের সোপান
 ভেবে এ সংসার চির দিন স্থান
 ভোগে হায় ডুবে যায় ।
 (ভোগ পথে সদা ধায়)

মনঃশিক্ষা ।

প্রেমিকতা ।

(১২৫)

সেই হয় প্রেমিক প্রধান ।

ভগবানে সমর্পণ করেছে যে দেহ মন
 সর্ববস্ত্র উৎসর্গীকৃত সে পুত চরণে ।
 সর্ববদা সে পদ আশে, ব্যাকুলতা হৃদে পোবে
 আনন্দাশ্রু নীরে ভাসে লভিয়ে সে জ্ঞান ।
 সেই হয় প্রেমিক প্রধান ॥

জীব ভাব নাহি মনে পরার্থে জীবন দানে
 কুণ্ঠিত না হয় যেবা স্বার্থের পীড়নে ।
 সুখে দুঃখে উদাসীন, নিকাম কর্ম্মেতে লীন
 সামান্য আহার শুধু রক্ষিবারে প্রাণ ।
 সেই হয় প্রেমিক প্রধান ॥

প্রত্যেক হৃদয়ে হেরে, নিজ প্রিয় দেবতারে
 সর্বজীবে সমভাব সর্বদেবে সদা ।
 রিপু প্রাধান্য নাশি, সংযত ইন্দ্রিয় রাশি
 করিয়াছে যেই জন সাত্বিক মহান ।
 সেই হয় প্রেমিক প্রধান ॥

আত্মপর ভেদ নাই, সুসম্বন্ধ দাদা ভাই
 ভগবদভাবে হয় রোমাঞ্চিত শরীর
 নামে বহে অশ্রুধারা, অথবা পাগল পারা
 কভু আত্মহারা কভু ঘুচে বাহ্য জ্ঞান ।
 সেই হয় প্রেমিক প্রধান ॥

নিশ্চল বাসনা যাঁর, স্থান নাই কামনার
 হৃদয় উদার মন পবিত্র প্রসূন
 পাপ কভু নাহি হেরে, পাপী পেলে কোলে করে
 তাপী তরে স্তরে স্তরে প্রেমায়ত দান
 সেই হয় প্রেমিক প্রধান ॥

(১২৬)

ভালবাসা স্বরগের স্ফুট প্রেমালোক
 কামান্ন বুঝিবে কিসে গৌরব তাহার ?
 কামোন্মত্ত হেরে সদা কামের স্বপন
 গব্য কি কুকুর ভোগ্য হয় কদাচন ?

মোহময় ।

(১২৭)

বিবেকের কশাঘাতে হয়ে জর্জরিত
 তবু মন ম'জে আছ মাদক সেবনে ?
 “ঘা” খেয়েও নহে যদি চৈতন্য সঞ্চার
 কে বলে তোমায় নর ? কুকুর মার্জ্জার ।

মনঃশিক্ষা ।

নাম মাহাত্ম্য ।

(১২৮)

জীবে শুনাইয়া কর নাম সংকীৰ্ত্তন,
নামের সমান নাই অমূল্য রতন
নাম তন্ত্র গুরু মন্ত্র, নাম ব্রহ্ম হয়,
ভব পারাবার তরে যেবা নাম লয় ।

অনাথ নাথ ।

(১২৯)

যার কেহ নাহি ভবে ভগবান তার
সভের সহায় সদা শান্তির আধার
প্রবাসে সংসার বাসে পরেশে যে জানে
তাহার দোসর তিনি হু'ন শেষ দিনে ।

জ্ঞান ও অজ্ঞান ।

(১৩০)

অজ্ঞানে করিলে পাপ কর্মে ক্ষয় হয়,
সজ্ঞানে সাধিলে কভু ধর্ম্যে নাহি সয়
সমুদয় কর্মে তাই হও সাবধান ।
অনন্ত নিরয় নহে অন্তের নিশান ।

মনঃশিক্ষা ।

৮৫

একাগ্রতা ।

(১৩১)

বসিয়া নির্জনে স্থানে নিমীলিত দুনয়নে
 এক মনে ভাব বিভূ ঐশ্বর্য্য মহান
 কিস্বা চিন্ত সে চরণ হয়ে ভক্তি যুক্ত মন
 ভিন্ন জন যেন কভু না পায় সন্ধান ।

বাক্পটুতা ।

(১৩২)

কথা কও যেন কত তত্ত্বজ্ঞানী তুমি
 কেন বল মতি তব এত নিম্নগামী ?
 এখনো নয়নে হেরি বিষয়-দর্পণ
 কামিনী জীবনীশক্তি ভাব আলিঙ্গন
 দানে হস্ত নিরাকার সকাম সাধনা
 স্বার্থ সিদ্ধি তরে কুট জল্পনা কল্পনা ।

ভ্রান্ত মন ।

(১৩৩)

ইন্দ্রিয়ের রাজা হয়ে ইন্দ্রিয়ের অধীন
 ধিক তোরে ! বলি ওরে কিসে ভ্রান্ত এত ?
 সংসার মায়ার রাজ্য জেনে এতদিন
 কেন মন ! মোহ-গর্ভে র'লে নিমজ্জিত ?
 “প্রশান্ত হৃদয় তোর, প্রশান্ত কপাল
 মায়ানদী পার হ'তে দাঁড়া ধ'রে হাল” ।

(১৩৪)

সবতনে সৃজনকে যেমতি শিশুরে
 সূশাসনে রাখে সদা শিষ্টতা গঠনে,
 তথা পতি মহামতি আপন পত্নীকে
 শাসনে সংসার শিক্ষা দিবে সাবধানে ।
 নহে মন ! নির্যাতন সদা অত্যাচার
 পদে পদে অপমান অসন্তোষ সার ।

“কু”পত্নী ।

(১৩৫)

পতি স্ত্রুথে যেই নারী স্ত্রুখী নাহি হয়
 পতিনিন্দা মুখে সদা অসন্তোষে রয়
 সে নারী ধর্মের অরি মহামারী প্রায়
 সংসার করিয়ে গ্রাস, কুপথেতে ধায় ।
 অমূল্য সত্তীক রত্ন চিনিতে না পারে
 বিশ্বাস তাহাতে বাস কদাপি না করে ।
 অতএব সাধুজন সে পত্নী ভীষণ
 স্ব স্ব ধর্ম আক্ষে স্থান দিবে না কখন ।

মোহিনী মায়া ।

(১৩৬)

পাপিনীর প্রেম-মাল্য কালকূটে ভরা
 বিষধর সম্ভ তারা স্বার্থের পসরা
 অবিশ্বাসী নারী সেই, চুঁষে খায় নরে
 বিবেকী কদাপি তার ছায়া নাহি মাড়ে ।
 মজে যেই অজ্ঞ সেই মোহিনী মায়ায়
 বিষ বিজড়িত হয়ে আশু প্রাণ যায় ।

রিপু-দমন ।

(১৩৭)

কাম ভাব যদি জাগে নিরবধি
 গায়ের নূরতি করিও ধ্যান ।
 সদা আঁখি-পরে রেখে জননীরে
 উচ্চৈঃস্বরে ক'রো মাহাত্ম্য গান ।

ক্রোধ এসে মন ! করে আক্রমণ
 ইচ্ছা নাম সূধা করিয়ে পান—
 ভাবিও অসার নশ্বর সংসার
 কা'র তরে খুঁজি ধন ও মান ?

লোভ যদি হয়, ভাবিও নিশ্চয়
 রাজ্য পদ যদি লভিতে পারি
 হই সুখময় চির কাল রয়
 ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ জীবন তরী ।

মোহ প্রাপ্ত হলে বিভু না মানিলে
 সংসার ভাবিলে সুখের খনি ;
 কিস্বা মন্ততায়, না ভাবিয়ে তার
 অন্তিমে সহায় হবেন যিনি,

ধায় যদি মন শান্তির কারণ
 সকাম সাধন হৃদয় পথে,
 সাধু সেবা কর, সংসঙ্গ ধর
 পড়িবে না পাপ-বোঝাটি মাথে ।

মাৎসর্য্যেতে ঘেরা বুঝা যদি, হুঁরা—
 জাগাও শ্মশান হৃদয় মাঝে
 কিস্বা সদা গিয়ে, শ্মশানে বসিয়ে
 ভাবিও হেথায় এ সাজে সেজে

আসিতে হইবে, যম না ছাড়িবে
 আজ নয় কাল দুদিন পরে
 তবে কেন হায় ! ভুলে আপনায়
 থাকিগো সদা সে অসারে প'ড়ে ?

কে আমি আমার ? ধন জন কা'র ?

শেষের সে দিন কোথায় রবে ?

ছুঁইলে শমন, মুদিলে নয়ন

সাজিয়ে আপন কে সাথে যাবে ?

বিজ্ঞা, বুদ্ধি, জ্ঞান, দস্ত, অভিমান,

জাত কুল মান রহিবে প'ড়ে ।

চলে যাব আমি অতি দ্রুতগামী

সেজে অশ্রুস্বামী অপর পারে ।

কা'রে দিয়ে যাব, এত যে বৈভব

উপার্জন ক'রে রেখেছি ঘরে ।

মরিব যখন কে পর আপন ?

সকল সম্বন্ধ দুদিন তরে ॥

পাপীর চিন্তা ।

(১৩৮)

ভাব সদা তুমি, মহাপাপী আমি

কি ক'রে পাইব প্রেমের তরী ।

পুণ্যবান জনে, প্রেম মহাজনে

রেখেছে যে সদা হৃদয়ে খরি' ।

মনঃশিক্ষা ।

নরকের সাজে যে রহেছে সেজে
 বিষয় আশয়ে সতত ম'জে ;
 দারা পুত্র বার, হয় কণ্ঠহার
 তার কাছে কি গো বিবেক আসে ?
 বিবেক না এলে, ভগবান মিলে ?
 জানি না কি হবে জীবন-শেষে ।
 বৈতরনী পারে, ভেসে আঁখি নীরে
 বুঝি বা ফিরিব নরক বাসে ।
 হায় ! হায় ! হায় ! কিহবে উপায় !
 কে হবে সহায় শেষের দিনে ?
 পাপীর চীৎকার, শ্রবণে কি তাঁর
 পশিবে কখন, কে আছে জানে ?
 “কে জানিবে আর, সাধু ভিন্ন তা'র—
 কে রাখে খবর বল না ভাই ?
 অনুতাপানলে পাপ বায় জ্ব'লে
 করুণ ক্রন্দন শুনেন তাই ।
 কাতর আহ্বান শুনে ভগবান
 পতিত উদ্ধার করেন ব'লে—
 তিনিইত হন, পতিত পাবন
 কি চিন্তা তাঁহার স্মরণ নিলে ?

কেন অকারণ,
 মিছে আকর্ষণ
 কালে কি ছাড়িয়া দিবে ?
 দারা পুত্র আদি,
 পরকাল ব্যাধি
 স্বার্থ-মূর্তি সমুদয় ।
 বত ক্ষণ ধন,
 কর উপার্জন
 ততক্ষণ বশে রয় ।
 পথে যেতে যেতে,
 পথিকের সাথে
 দু'দিনের পরিচয় ।
 স্ব স্ব কস্ম্যবশে
 ঘুর হেন বেষে
 কেহ কারু মিত্র নয় ।
 নহে এ সংসার,
 জীবের আধার
 “মায়ার বিহার ভূমি”
 পরীক্ষা কারণ
 সংসার সৃজন
 পরীক্ষার্থী হও তুমি ।

রও সাবধানে,
 সাধু তব জ্ঞানে
 মুক্ত পথে বরাবর ;
 নহে মৃত্যু-জালে,
 জড়ায়ে অকালে
 পাঠাবে শমন ঘর ।
 পাইবেনা কা'রে
 আপনার ক'রে
 নিয়ে যেতে কিছু দূর ;
 সাধু সঙ্গ কর
 সব পরিহর
 তবে তুমি স্মৃচতুর ।
 সাধু সঙ্গে হয়
 সত্ত্বের উদয়
 বিবেক বৈরাগ্য লাভ ।
 ক্রমে নামে রতি,
 বিশ্বাস ভকতি
 আসিবে চৈতন্য ভাব ।
 জীব ভাব যাবে
 দুঃখ দূর হবে
 রিপুচয় হবে বশে ।

শুদ্ধ দেহ মন,

হইবে তখন

দেখা দিবে কাছে এসে ।

যে তোমার সাথী,

অগতির গতি

পরমা মুক্তি হয় ।

তাঁরে হৃদে পাবে,

নয়নে হেরিবে

এ পথ সুপথ কর ।

সাধন্যর স্তর ।

(১৪২)

বিবেক হইতে জ্ঞান আসক্তি বিনাশ ।

অনাসক্ত হ'লে তবে উপজে বিশ্বাস ।

বিশ্বাসে স্থস্থির চিত্ত ক্রমে ভালবাসা ।

ভালবাসা হ'তে ভক্তি ব্যাকুল পিপাসা

তা'হতেই দৈত্য় ভাব সেব্য ও সেবক

ক্রমে প্রেম পূর্ণ প্রাণ পবিত্র সাধক ।

মনঃশিক্ষা ।

শান্তির সোপান ।

(১৪৩)

বিবেক হইতে হয় বাসনা বিলয় ।
 বাসনার নাশে শুদ্ধ বৈরাগ্য উদয় ।
 বৈরাগ্যে কর্ষিত ক্ষেত্র সার অন্বেষণ ।
 স্তম্ভার সংযোগ দেখে স্তবীজ বপন ।
 অনন্তর “ভক্তি জ্ঞানে” ঘেরা ও পাহারা
 ক্রমে বীজ অঙ্কুরিত, কলে পুষ্পে ভরা ।
 প্রেমলগা নিয়ে তবে পাড় আর খাও
 তৃপ্তি শেষে শান্তিলাভ করিবারে যাও ।
 ইহার অন্তথা হ’লে সব জলে যায়
 সাবধানে জীব এর সাধিবে উপায় ।

আত্ম-বোধ ।

(১৪৪)

কে তুমি জানিতে হলে স্থির কর মন ।
 “ইন্দ্রিয়ের বশে যথা রিপু নির্যাতন” ।
 আত্মার উপাধি মন মায়া বিজড়িত
 মায়া ত্যাগে মুক্তমন ক্রমে আত্মগত
 বুদ্ধি হয় আত্মজন্ম চূর্ণ অহঙ্কার ।
 দূরে যায় জীব ভাব বাসনা বিকার
 অতঃপর ধর্ম্যে কর্ম্যে হয় জ্ঞানোদয় ।
 তা’হ’তেই স্থির মন চিত্ত বৃত্তি ক্ষয় ॥

মনঃশিক্ষা ।

৯৭

মর্কট বৈরাগ্য ।

(১৪৫)

প্রতিজ্ঞা তোমার, রহিবেনা আর
 ধৈর্য্যের ভাণ্ডার ভেঙ্গে যে যাবে
 হের যদি তার অধর আঁধার
 .মোহের বিকার অমনি হবে ।
 শূন স্রবচন, ওরে মূঢ় মন !
 আসক্তি ভীষণ করিতে ত্যাগ ।
 সাধু সঙ্গ কর, সঙ্গ বেশ ধর
 সদগ্রন্থ পড় সাধ্বিক ভাগ ।

বিপদ-মুক্ত ।

(১৪৬)

বিপদ আসিছে কাছে, ^০জেনে তুমি যোদ্ধাবেশে
 দাঁড়াও এখনি ভয়ে দূরে লুকাইবে ।
 অগ্ন্যথা স্ফোটে ধ'রে জ্বারে হেঁটমুখী করে
 ফেলিয়ে ধরণী-পরে পৃষ্ঠেতে চড়িবে ।
 বিপদ বানর-পারা ভয়াতুরে করে তারা
 মূর্ত্তি ওসে ভয়ঙ্কর মনে না চিন্তিবে ।
 সন্তোষ তাহার অরি, ধৈর্য্য স্থির বুদ্ধি তা'রি
 মৃত্যুবাণ, রেখো জ্ঞান তবে ত্রাণ পাবে ।

৭

মনঃশিক্ষা ।

বিশ্বাস ।

(১৪৭)

ভূতে যারে পায়,

সেকি ওঝা চায়

ওঝাও কি সেথে আসে ?

আত্মীয় যে জন,

বিশুদ্ধ বদন

ওঝা খুঁজে দেশে দেশে ।

অনুরূপ গুরু

হে'রে শিগ্ধে ভীক

উচিৎ চিকিৎসা করে ।

যে উপায়ে পায়,

স্থান রাজ্য পায়

হৃদে বল বীর্য ধরে ।

কেন নিরুপায়—

ভেবে মূঢ় হয় !

এর ওর দ্বারে ঘুর ?

হৃদে রেখে বল,

বিশ্বাস কেবল

নিকাম সম্বল কর ।

মনঃশিক্ষা ।

৯৯

বিবেকী ।

(১৪৮)

হৃদি ক্ষেত্র যদি অনুর্বরা রয়
 কষিত না হয় কালে ।
 গুরুবীজ নিয়ে রাখিলে পূতিয়ে
 বৃক্ষে কি স্তফল ফলে ?
 কেন ব্যস্ত হও, উপদেশ লও
 যাহে উপযুক্ত হয় ।
 সারবান হলে কে রাখে সে ফেলে
 সেধে নিজ করে নয় ।

যুগধর্ম ।

(১৪৯)

যুগধর্ম হরিনাম ০ কর মন ! অবিরাম
 পরকালে মোক্ষধাম পাবে ।
 হরি নাম সঙ্কীর্ণনে লভিবি পরম ধনে
 প্রেমে প্রাণ পূর্ণ হয়ে রবে ।
 এ হেন অমূল্যনিধি, কলি-জীব-তরে বিধি
 বিলায়েছে ভব-ব্যাধি নাশে ।
 কি নিয়ে রয়েছ বসে, সেজেছরে কোন সাজে ?
 মুক্ত কোন প্রিয়া-প্রেমে ম'জে ?

হিয়ার মাঝারে হের, কলঙ্ক করিয়া দূর
 ক্ষণকাল নয়ন মুদিয়া
 হেরিবে মধুর মূর্তি, কিবা রূপ ! কিবা জ্যোতি !
 প্রেম ভাতি হৃদি প্রকাশিয়া ।

প্রতিকৃতি আছে ঐক্য মদন মোহন বাঁকা
 মাতৃমূর্তি শক্তি সাধনার ।
 পর তূর্ণ প্রেম-মালা দূরে যাবে মন-মলা
 ধ্বংস হবে জীবন তোমার ।

কৃষ্ণ-প্রেম ।

(১৫০)

নাহি হৃদে যার, সত্যের আধার
 কৃষ্ণপ্রেম পুণ্যের সোপান ।
 বৃথা জন্ম তার যাতায়াত সার
 পাপ-মূর্তি প্রেত বিদ্যমান ।
 কৃষ্ণ-ভক্তি-হার গলে শোভে ঝাঁর
 সর্বজীব কল্যাণ প্রসূন ।
 সর্ব কালে সদা, লভে সে মর্যাদা
 ভাবে লাভে সেজন নিপুণ ।

मनःशिक्षा ।

202

যাঁর মনোমাবে,
কৃষ্ণভক্তি রাজে
কৃষ্ণভাবে হৃদয় হৃদুট
তুচ্ছ ব্রহ্মপদ
ইন্দ্রব সম্পদ
কৃষ্ণ হ'তে কৃষ্ণভক্ত বড় ।

ভক্ত অপমানে, দেব বক্ষে হানে
তীক্ষ্ণ শেল বজ্রের সমান ;
ভক্তস্থখে স্থখী ভক্তদুঃখে দুঃখী
ভক্ত-মানে কৃষ্ণের সম্মান ।

সমতা ।

(२५)

পিতা হ'তে মাতা বড়, একথা অপ্রিয় বড়
উভয়ের সমজ্ঞান কর ।
আছ বাৎসল্যের ডোরে, বাঁধা উভয়ের করে
কারু বাঁধ ছিঁড়িতে না পার ।

যে বলে অমুক বড়, তুর্ণ তার সঙ্গে ছাড়
পাত্রভেদে জলভেদ নয় ।
যার হেন ভেদ জ্ঞান, সে পাষণ্ডী সে অজ্ঞান
সাধু সদা ভণ্ড তারে কয় ।

১০২

মনঃশিক্ষা ।

(পিতৃস্তব) ।

(১৫২)

নমি পিতঃ ! পদে তব, সর্বদেব সম মম

জন্মদাতা প্রত্যক্ষ দেবতা ।

তুমি স্বর্গ তুমি ধর্ম যপ, তপ, শুভ কর্ম

তুমি হও সর্ব ফল দাতা ।

সর্বতীর্থ সম তুমি, তুমিই পরম স্বামী

আশুতোষ করুণা-সাগর ।

দুর্লভ মনুগ্র যোনি, লভি আমি পুনি পুনি

তবু তোমা' করি না আদর ।

তপ, যপ, তীর্থ জ্ঞান, তোমার দর্শন ধ্যান

তোমাকে হেরিলে শুদ্ধ মন ।

তোমার সেবায় হয়, কোটি জন্ম পাপ ক্ষয়

অশ্বমেধ ফল অগণন ।

শিবরূপে তুমি পিতা, জীবের মঙ্গলদাতা

মহাগুরুরূপে মূর্তিমান ।

হেরিয়া তোমায় তবু, সে জ্ঞান আসে না কভু

কর ক্ষমা আমি যে অজ্ঞান ।

প্রত্যক্ষ দেবতা মম, কেবা আর তোমা সম
কি মিষ্ট যে তোমার আদর ?

স্মরণ হইলে হয় ! আঁখি ধারা বয়ে যায়
মনে হয় শান্তির আকর ।

মিষ্ট অতি সুশাসন, যা' হতে চঞ্চল মন
স্থির হয় উন্নতি আশায় ।

ধর্ম পথে সদা রয় শ্রমে না কাতর হয়
কর্মবোঝা বহিছে মাথায় ।

এমন পিতার প্রতি, যে করে ভকতি নিতি
কিন্মা স্তব পাঠ প্রতিদিন ।

হয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানী, ধার্মিকের অগ্রগণী
হলেও সে বিদ্যা বুদ্ধি হীন ।

বাড়ে পরমার্থ বল, লভে যত পুণ্যফল
ইহকালে ভোগ্য বস্তু রূপে ।

অজেনা সে এ সংসারে, পাপে তাপে দুঃখ ঘোরে
পড়ে নাকো মোহ অন্ধকূপে ।

(মাতৃস্তব)

(১৫৩)

নমি মাতঃ শ্রীচরণে, সর্বদেবী সমজ্ঞানে
সর্বসুখদাত্রী সন্তানের ।

শুধিতে তোমার ঋণ, কিবা ধনী কিবা দীন
কারু শক্তি নহি জগতের ।

জঠরে ধারণ ক'রে কত ক্লেশ অকাতরে
 সহিয়াছ সন্তানের তরে
 হেরিয়া সন্তান-মুখ, লভেছ স্বরগ সুখ
 কতনা আদর হৃদে ধ'রে ।

শীত গ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান রক্ষিতে সন্তান প্রাণ
 কত ক্লেশ সহেছ জননি !
 কত স্নেহ ! কত মায়া ! কত দান ! কত দয়া !
 সন্তানের তরে নিশিদিনই ।

মুখখানি যবে মোর, হেরেছ অসিত ঘোর
 কিস্মা ছল ছল দুটি আঁখি ।
 অমনি ব্যাকুল ভরে, জিজ্ঞাসিছ হেতু মোরে
 হৃদে ধরে হয়ে অশ্রুমুখী ।

নাশিতে সন্তান দুঃখ, ত্যজিয়া সকল সুখ
 স্নধু বিভু পানে চেয়ে আছ ।
 সন্তানের সুখে সুখী সন্তানের দুঃখে দুঃখী
 তার হাসি নিয়ে তুমি হাস ।

হেরিলে সন্তান রোগ, তোমার বা' ক্লেশ ভোগ
 ভাবিতেও বিদরে হৃদয় ।
 মুখ শুকাইয়া যায়, উন্মাদিনী সমা হয় !
 অন্ধকার হের সমুদয় ।

তোমার সমান মাতঃ ! আর কারে হেরি না ত

তুমি জীব কল্যাণ প্রসূতী ।

স্বর্গ হতে গরীয়সী, ত্রিদিবের সুধারামি

তুষ্টি পুষ্টি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ।

ক্ষমা কর ক্ষমাবতী, আমি দুরাচার অতি

তব প্রতি ভক্তি নাহি মোর ।

জাগতিক সুখে ভুলে, তোমায় যেতেছি ভুলে

দারা পুত্র পেয়ে মত্ত ঘোর ।

শু'য়ে ঐশ্বর্যের কোলে, তব কোল গেছি ভুলে

ধিক মোরে ! ধিক শতবার !

তুমি যে রাজার রাণী, সকল আনন্দখনি

হেন ভাব জাগে না আমার

দুর্লভ জীবন পেয়ে, তোমাকে মা না চিনিয়ে

নশ্বরে সতত ডু'বে আছি—

বিষয় বিষম বিষে, স্মৃতিটাও সরে গেছে

সর্ব গুণ তব ভুলে গেছি ।

তুমি যে আরাধ্যা মম, সর্ব দেব দেবী সম

প্রত্যক্ষ দেবতা হৃদয়ের

কখন জাগে না প্রাণে, আছি আপনার মনে

ইন্দ্রিয় সেবায় জগতের ।

কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়
 তাই বলি তনয়ে তোমার
 ভুবিতে অতল তলে, নিও মাতঃ নিও কোলে
 এ মিনতি অন্তিমে আমার ।

পিতৃমাতৃসেবা বলে, ধর্ম-ব্যাধি গেল চলে
 ক'রে সর্বজ্ঞত্ব ধন লাভ ।

যোগী ঋষি যার তরে কত শত কাল ধরে
 ক'রে তপ লভে না সে ভাব ।

মাতৃভক্তি বলে হায় ! কত জীব তরে যায়
 নিদর্শন আছে শত শত
 আমি ভাগ্যহীন হয়ে, আছি মত্ত ভোগ্য নিয়ে
 মম যোগ্য অনুতাপ যত ।

এ মিনতি পদে মোর, শেষের দুর্দিনে ঘোর
 থাকিও না ভুলে সন্তানেরে ।

আর কি প্রার্থনা করি, দিও মা চরণ তরী
 অপরাধী অধম জনেরে ।

(১৫৪)

শাস্ত্র পড়, তর্ক কর, কর ক্রয় মান ।
 হবে নাকো পিতৃমাতৃভক্তের সমান ।
 অজ্ঞও যে ভক্ত হয় বিজ্ঞ তা'রে কই
 বিজ্ঞ যদি ভক্ত নহে নাম নাহি লই ।

কলির নীতি ।

(১৫৫)

স্ত্রপ্রেম প্রসূত পূত পুণ্য হৃদি মাঝে ।
 বিশ্বাস করয়ে বাস সদা সর্ব বেষে ।
 কে করে বা দান তাহা কে করে গ্রহণ ?
 'মুঢ়' জন বিনিময়ে যাচে নারী-মন ।
 ধন্য কলি ! কলিকাল ! কলির বিধান ।
 মণিমূল্যে ফণী ক্রয় করে বুদ্ধিমান ।
 পিতামাতা ভৃত্যবৎ বৃদ্ধ হ'লে হয়
 পুত্রমুখ হে'রে তবু সদা মোহময় ।
 জ্ঞানী জন মানিনীর চরণ কিঙ্কর
 ধনী জন মধ্যে হায় ! মাতাল বিস্তর ।
 সুধী যাঁ'রা, মুক জাঁ'রা সর্বকাল রয় ।
 উপযুক্ত পুত্র হে'রে পিতা পায় ভয়
 গুরু হে'রে গৃহাগত অর্থের চিন্তায় ।
 শুল্ক শিষ্যমুখ হায় ! ভাবে নিরুপায় ।
 রাজকর অনাদায়ে বিক্রি ভদ্রাসন
 মাকে পোড়ামুখী ব'লে প্রিয়াকে চুষন ।
 চোর ধ'রে সাধু বেশ লুটিছে সম্মান
 সামান্য আহাৰ্য্য তরে সাধু কষ্ট পান ।

অবিবেকী অত্যাচারী সমাজের পতি
জ্ঞানীজন সর্বক্ষণ যাচে অব্যাহতি।

পত্নী-ভয়ে স্বামী রয় জুজুর মতন
দাসী তরে ঠাকুরাণী সশঙ্কিতা র'ন।
ভূমিষ্ঠ হইলে কণা হেরে অন্ধকার
পুত্র বিক্রি ক'রে পিতা লুটিছে বাহার।

গাহিতে মাহাত্ম্য তব শতমুখ হয়
উপযুক্ত তুমি কলি এ কালে নিশ্চয়।
পশু প্রকৃতির যত আকৃতি মানুষ ?
এখনো তাদের হায় ! হইল কি হুঁস ?

আপনার পদে হানি আপনি কুঠার
যন্ত্রণায় ছুটে যায় শান্তি লভিবার
কিসে পাবে শান্তি, সুখ এ পোড়া জীবনে
কোথা পায় একবার ভেবেছ কি মনে ?

বীর-বাণী !

(১৫৬)

বুখা ভেবে মর ওরে অভাজন
কে কার আপন কে কার পর
পথে যেতে যেতে মিলেছ ক'জন
বিশ্রামভবন এ তোর ঘর।

চিরদিন স্থান এ নহে অজ্ঞান
 র'ব বলে কেহ আসিনি হেথা
 পথের মাঝারে চিরদিন প'ড়ে
 রহেছে কি কেহ ? দেখেছ কোথা ?

পরীক্ষা আগার মায়ার সংসার
 অসার এ দেহ অসার সব ।
 মোহ হতচিত অনিত্য আত্মার
 মিথ্যা অনুভূতি আমার রব ।
 নাহি স্মৃতি হেথা, নাহি শান্তিলেশ
 স্মৃতি ভ্রমে সবে গরল খাই
 আমার তোমার বিভাগ মায়ার
 মায়া মুক্ত হ'তে সবাই চাই ।

যা'রে ভাবিতেই প্রাণের অধিক
 সে হয়ত প্রাণ করিবে নাশ ।
 এ মায়া আগারে সবই অলৌক
 যতক্ষণ শ্বাস মিটে না আশ ।
 নাহি পরমার্থ, স্বার্থ বিজড়িত
 সকলি এ ভবে, সবাই হই ।
 ঐহিকের স্মৃতি হ'য়ে লালায়িত
 মোহে পারত্রিক ভুলিয়ে রই ।

ঢেলে দাও প্রাণ পরেশের কাজে
 আত্ম সমর্পণ (ই) জ্ঞানীর কাজ
 ত্যজিতে হইবে এ দেহ তোমার
 কেন এত যত্ন এতই সাজ ?
 পঞ্চভূতে দেহ গঠিত সবার
 ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, মরুৎ, ব্যোমে,
 পুনঃ মিশে যাবে শ্মশান শয্যায়
 স্থায়ী সুখ শুধু স্বরগ ধামে ।

স্থায়ী হতে যদি আশা থাকে প্রাণে,
 সজ্ঞানে বারেক তাঁহাকে ডাক ।
 দিব্য বিভাবরী রও তাঁর ধ্যানে
 তাঁর বিশ্বরূপ হৃদয়ে অঁক ।
 তাঁর কৃপা বলে বাসনা মিটিবে
 পরিশুদ্ধ হবে জীবাত্মা তোর,
 জ্যোতির্ময় রূপে যিনি বিশ্বময়
 তিনিই মোছেন নয়ন-লোর ।

আমি করি ইহা আমা হতে হ'ল
 মায়ার এ জ্ঞান মোহের ভাব ।
 আমার তোমার যার বশে বল
 সেই জীব-শত্রু খল স্বভাব ।

কাম ক্রোধ আদি রিপুদের মাঝে
মাৎস্যর্ষ্য সে জন ভীষণ অতি
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি সেই করে নাশ
সেই হতে নষ্ট স্মৃতি গতি ।

যেতে দাও বলে, সব পায়ে ঠেলে
স্থির হয়ে পথে চলিতে হবে ।
জীব ভাব এলে চৈতন্য হারালে
যাব দলে বলে অকুলে ডু'বে ।
স্বাধীনতা যাবে সম্পদ হারাবে
দাসত্ব নিগড় ঝুলিবে গলে ।
মন্ত্রের সাধন হবে না কখন
জড়িয়ে রহিবে মরণ জালে ।

০

ঈশ্বরে অবিশ্বাস ।

(১৫৭)

সে আছে কি নাই, ঐ নিয়েই ভাই !
বিস্তৃত রহিলে যদি ।
কবে পাবে আর, ঠিকানা তাঁহার
কবে যাবে মোহ-ব্যাধি ?

পার হবি কবে ভব-নদী তবে

কে হবে কাণ্ডারী তোর ?

শমন শাসনে, চেয়ে কা'র পানে

বিসর্জিতবে অঁখি-লোর ?

কেবা হবে সাথী, অন্তকার রাত্তি

সন্মুখে আসিবে যবে ।

তাজিলে এ দেহ, ছাড়িলে এ গেহ

কে এসে বুকেতে লবে ?

কে চালাবে পথ, ভাবিলে এ রথ

সারথি পাইবে কা'রে ?

কি সম্পদ সাথে, রবে পথে যেতে

পাথেয় কে দেবে তোরে ?

কা'র নাম নিয়ে, শমনে ভলায়ে

আপন ভবনে যাবে ?

এ মোহ-স্বপন, ভাসিবে কখন

কে এসে জাগায়ে দেবে ?

প্রতি পলে পলে, আয়ু যার চলে

কতদিন রবে আর ?

ক্রমে শক্তি ক্ষয়, জ্ঞান বুদ্ধি লয়

কে খারিবে তোর খার ?

अनःशिक्षा ।

טכני

বিত্রত সকলে,
দারা পুত্র পরিজন ।
স্বার্থ ফুরাইলে,
হ'বে তুমি জ্বালাতন ।

স্ব স্ব কৰ্মফলে
মায়া যাবে চ'লে

সময় থাকিতে আপনার পথে
আপনি চলরে ভাই ।
সংসার ভীষণ, স্বার্থের বন্ধন
পরমার্থ কিছু নাই ।

মিছে গণ্ডগোল, ত্যজ স্বার্থ-কোলা
হরি নাম কর সার
ক্রমে হবে মতি, লভিবী ভক্তি
বিশ্বাসে হইবি পার ।

মোহম্মদগার ।

(206)

জন্মেছ যখন,

অদশ মরণ

অমর কে কোথা কবে ?

উদিলে তপন,

ବ୍ରହ୍ମ କି କখন

সমভাবে কভু ভবে ?

যশঃ মান আর,

স্বথের সংসার

দারা পুত্র পরিজন

বিলাস বাসনা

স্বার্থের ছলনা

কিছু না রবে তখন ।

যা' প্রত্যক্ষ অতি,

নিত্য নেত্রে ভাতি

তাহাই অবশ্যস্তাবী ।

যে দুষ্ক শমন,

ছাড়ে না কখন

প্রণয়ে রলেও ডুবি ।

প্রেমপুত্তলিকা

প্রণয়ের সখা

হৃদয়ে ধরও যদি ।

যাবে তুমি একা,

পাবে নাকো দেখা ।

ছুঁইলে শমন ব্যাধি ।

অর্দ্ধ অঙ্গ সমা

ভার্য্যা মনোরমা

রাখিতে কি পারে ধরে ?

মনঃশিক্ষা ।

১১৫

বাঁধ অষ্টপাশ,

সেও হবে হাস

নিরে যাবে বহুদূরে ।

কাঁদিলে তখন,

মোছাতে নয়ন

পাবে না কারেও আর

তাই বলি মন !

চিন্তা অনুক্ষণ

যে জন করিবে পার ।

অনন্ত মনেতে,

অঁক হৃদয়েতে

সে প্রিয় মুরতি খানি

প্রেমে ভেসে যাবে,

শমন না ছোঁবে

হবে হিয়া রত্নখনি ।

শুচিবায় ।

(১৫৯)

শুচিবায় ব্যাধি যা'র, কি ক'রে সে হ'বে পার

চারিদিকে ঘেরা তা'র কণ্টক ভীষণ ।

অশৌচ অশুচি ব'লে, সতত সন্দেহানলে

দক্ষীভূত সেই হয় ! অজ্ঞান কারণ ।

বুনি পাপ এলো কাছে, ভে'বে পাপমূর্তি সাজে
 তেলপোকা ভে'বে যথা কাচপোকা হয় ।
 বহুদূরে শান্তি তা'র, মোহরুদ্ধ ধর্মদ্বার
 দেহ শূন্য হয়ে পুণ্য শঙ্কাতে বিলয় ।

তাই বলে সাধুজন, শুচিবায় অলক্ষণ
 কর তূর্ণ বিসর্জন প্রেম-দরিয়ায় ।
 প্রকৃতি বাঁহার লীলা, বাঁহারি চলেছে খেলা
 স্বার্থশূন্য শুদ্ধ মনে ভাব বসে তায় ।

সত্যের আধার হয়ে, ভূতসম নত রয়ে
 নৃত্য কর নিয়ে তার নাম সঙ্কীৰ্তন ।
 কিস্বা নিরঞ্জে ব'সে চিন্তা তাঁরে হৃদি মাঝে
 হবে প্রেমপূর্ণ প্রাণ সার্থক জীবন ।

ধনোন্মাদ ।

(১৬০)

হে ধনিন্ ! বুথা তব আত্ম অহঙ্কার ।
 বুথা দ্বেষ, হিংসা ভাব, আত্মস্থখে অনুরাগ
 স্থখে দুঃখে মানবের সম অধিকার ।
 একদিন সব ছে'ড়ে, এ বন্ধন ফেলে ছি'ড়ে
 যেতে হবে কেন্দ্র ঘরে খুলে কাল-দ্বার
 এ হয় মায়া'র ফাঁদ নশ্বর সংসার ॥

হে ধনিন্ ! বৃথা তব স্বার্থ উদ্দীপন ।
 চিরদিন এক ভাবে, কে কোথা রয়েছে ভবে
 কাল-স্রোতে সমভাবে ভাসে সর্বজন ।
 যে আজ কাঙ্গাল বেশে, যায় অশ্রুণীরে ভেসে
 কাল হয়, সেও রাজ্য ভাবিবে আপন,
 বিধাতার লীলাখেলা অপূর্ব এমন ।

হে ধনিন্ ! বৃথা তব গর্ব অহঙ্কার ।
 কখন কি দুঃখ এসে, দশদিক ঘেঁরে বসে
 কি আছে নিশ্চয় তা'র আশাই বা কা'র ?
 চোখের পলকে প্রাণ, চলে যায় ভিন্ন স্থান
 এ দেহ নশ্বর অতি নহে আপনার
 পরিণাম এ দেহের অতি চমৎকার ।

•

হে ধনিন্ ! বৃথা মর ভোগমত্ততায় ।
 বিলীন হইবে দেহ চিরস্থায়ী নহে কেহ
 কারু বা শ্মশানে ভস্ম, গোরে কারু হয় ।
 শৃগাল কুকুর কিম্বা গৃধ্রী-সেবায়,
 যাইবে কাহারে! অঙ্গ, কেহ বা হেরিবে রঙ্গ
 প'চে খ'সে গিয়ে কারু কীট হবে তায়
 মৃত্তিকার দেহ মিশে যাবে মৃত্তিকায় ।

তাই বলি হে ধনি ! হও সাবধান !

সত্যের আশ্রয় লও, বিবেকের বাধ্য হও

নিষিদ্ধ কুকর্মে যত কর হেয়জ্ঞান ।

চিরানন্দ যাহে পাবে, মত্ত হও তাই ভে'বে

এ সংসার কবে কা'র স্মৃথের নিদান !

ধনী মানী স্মৃথী জ্ঞানী সবাই সমান ।

থেকো না মুগ্ধ আর, জাগ তাই ! এইবার

ঘুমঘোরে কতকাল করিবে ক্ষেপণ ?

মাতৃমুখপানে হের, মলিনতা দূর কর

মুছিতে মায়ের অশ্রু কর দৃঢ় পণ

শোক রোল চারিদিকে উঠিছে ভীষণ ।

(গর্জিছে প্রকৃতিরাগী, ভোগকাল শেষ শুনি

দাঁড়াও দাঁড়াও ব'লে বুক বেঁধে ওই ।

রণরঙ্গিণীর বেশে, স্বাহ্বানিছে নেচে নেচে

কোথারে পাপিষ্ঠ কলি ! “কলিকাল কই” ?

হের ধনী ধর্মনিষ্ঠ আমরা কি নই ?)

দাঁড়াও সবাই রু'থে সমস্বরে মাকে ডে'কে

জয় মা ভারতি বলে ধরমের পথে

জাগিবে একতা পুনঃ, সবে মিলে বলি শুন

সবাই সবারে টেনে চাহি যদি নিভে

সবাই সবার টানে যাবে প্রেম-স্রোতে ॥

কেহ না রহিবে আর, বহিতে কু দুঃখ-ভার
সন্তোষ সবার হবে হৃদয়ভূষণ ।

কু ধারণা পদে দ'লে র'বে সব মাতৃকোলে
সংসার হইবে উৎস প্রেম-সংমিশ্রণ ।
মরতে আসিবে নে'মে স্বর্গের কিরণ ॥

“শান্তিমঠ” সৃষ্টি হবে, সাধুদেবী না রহিবে
লীলা-নিকেতন ধরা হবে দেবতার ।

মানব অমর হবে, প্রাণে শান্তি বিরাজিবে
মধুর মিলন রবে হৃদয়ে সবার
দূরে যাবে পাপ-মলা মোহ-অন্ধকার ।

“কে আমি” ।

(১৬১)

আমি সেই প্রেমামৃত

পুণ্য সঙ্গরোদ্ভূত

পরম পবিত্র আত্মারূপী ।

আনন্দের সূক্ষ্মাধার

চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার

আছি সদা সর্বশক্তিব্যাপী ।

অসীম ক্ষমতা মম

অদ্বিতীয় বীর সম

প্রচণ্ড ও দোৰ্দণ্ড প্রতাপ ।

জাগালে আমারে আমি
 সাজিরে জগৎস্বামী
 কে করিবে আমার সে মা প ?
 নশ্বর সম্পদ স্মৃতে
 কি শক্তি ভুলায়ে রাখে
 কার সাধ্য মোরে জয় করে ?
 রিপুদের রাজা আমি,
 ইন্দিয়ের গৃহস্বামী
 সকলে আমার পায়ে পড়ে ।
 আমি কি ডরাই কা'রে
 কিন্মা ভাবি কারু তরে
 আমাতে সকলে করে বাস ।
 আমি যদি ইচ্ছা করি
 মুহূর্ত্তে করিতে পারি
 সকলের একা সর্বনাশ ।
 পারে কি সংসার
 মায়াকরে তা'র
 স্পর্শিতে আমার দেহ ?
 কিন্মা মোহনীরে
 ডুবাইয়া মোরে
 আঁধারে রাখিতে কেহ ?

শোয়াইয়ে হায় !

কুসুমশয্যায়

কামিনী ভুলায় যদি ।

পুরুষ বলিয়ে

পরিচয় দিয়ে

বাঁচাইত সহ্য ব্যাধি ॥

সত্যবাণী ।

(১৬২)

স্কুরধারসম যে দুর্গম পথে

স্বর্গ নরকাদি সুখ দুঃখ-সাথে

আসিয়াছ তুমি এই অবনীতে

চিরদিন স্থান নয় ।

উপাধি সংসর্গে যে সং সেজেছ

অভিমান নিয়ে যে মোহে ডুবেছ

চারবাকের মতে যে সুখ খুঁজিছ

সব কালে হবে লয় ।

যে শক্তির বলে ঋণদল তব

আপাত মধুর ভোগে ডুব ডুব

তুমিও বা'দের আপনার ভাব

কিছু নহে নিরাময় ।

বহিমুখ বলে ইন্দ্রিয়-স্বভাব
 ভাবিতেছ ভোগে পূর্ণ প্রেমভাব
 সকাম বিষয়ে মনে ক'রে লাভ
 ছুটিছ জগৎময় ।

অন্তমুখী ক'রে ইন্দ্রিয় নিচয়
 করিবারে যদি পার মনোজয়
 হেরিবে তখন পুণ্ড্রগন্ধময়
 মোহময় সমুদয় ।

হেরিবে ভোগের প্রশস্ত যে পথ
 সসীম বিকারী কলুষ কুপথ
 কণ্টকিত অতি ঘৃণিত সে পথ
 সাধুজনযোগ্য নয় ।

ভাবিবে হে মূঢ় ! ভাবিবে তখন
 আত্মতত্ত্ব-বোধ-সহায়ক মন
 কোন ছার কাজে করেছি মগন
 কি সিদ্ধি সাধন তরে ?

আনন্দের পূর্ণ অধিকারী হ'তে
 নিয়ে তত্ত্বজ্ঞান আসিয়া জগতে
 কি নিয়ে কি আশে আকৃষ্ট বা কা'তে
 কোথায় রয়েছে প'ড়ে ।

কা'রে জাগাইতে জাগাই কাহারে,
 কোথা যেতে এসে কোথা যাই যু'রে
 কে আমার আমি বিবেক বিচারে
 কে পর আপন হায় !

কোথা জন্ম আর, মৃত্যুই বা কোথা ?
 বেঁধেছি বা কা'রে অষ্টপাশে হেথা
 বিষতুল্য ভোগ কেনই বা বুথা
 কিবা ফল আছে তায় ?

এই কি প্রেমের প্রকৃত বিকাশ
 অপূর্ব সাদ্বিক সুখের আভাস
 এ'কি মুক্ত পথ বন্ধন বিনাশ
 জীব-বিশেষত্ব লাভ !

এতেই কি হয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান
 মনুষ্যত্ব লাভ শ্রান্তির নির্ব্যাণ
 শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ আখ্যান
 প্রাণে ঐশ্বরিক ভাব ।

ধিক্ ! ধিক্ ! তোরে ধিক্ শতবার !
 লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে একি ব্যবহার !
 এখনো সাধিতে আত্ম উপকার
 প্রবৃত্তি না হ'ল তোর !

আর কবে হ'বে জীবভাব যাবে
 মায়াপাশ কে'টে চৈতন্যে ডুববে
 সময় যে গত কে আর জাগাবে ?
 রজনী হ'ল যে ভোর !

জেগে উঠে সাধ আপন কল্যাণ
 জাগাইতে যদি চাওরে “সন্তান”
 এক করে দাও জাত কুল মান
 জগৎ ডুবুক তায়

ভাস্কর সকলে প্রেমদরিয়ায়,
 হাস্কর ভারত হিতকল্পনায়
 আর যেন কেউ মোহবিছানায়
 পড়িয়া না রয় হায় ॥

০

দ্বীশিক্ষা ।

(১৬৩)

দ্বীজাতির প্রতি কেন অনাদর
 কেন দুখে হায় ! ঝরে ঐখি-লোর
 সদা পরাধীন পরের কিস্কর
 বন্ধ গৃহ আজিনায় !

নাহি শিক্ষা দান নাহিরে সম্মান
 লজ্জাভারানত মুখ ত্রিয়মাণ
 না পাইবে সভা সমিতিতে স্থান
 কিম্বা কোন মন্ত্রণায় !

আনন্দের কোন রঙ্গ অভিনয়ে
 স্বাস্থ্য ভঙ্গ হ'লে ব্যায়াম বিষয়ে
 পায়নাকো কোন পথ জ্ঞানোদয়ে
 সংসার সংগ্রামে হায় !

জীবনের লক্ষ্য শুধু কি তা'দের
 মোহ মলিনতা নিয়ে জগতের
 ভাসিতে সংসার আবিল স্রোতের
 খর স্রোত সর্বদায় !

দাসত্বনিগড়ে আবদ্ধ রহিয়ে
 জাগতিক যত মাথে টেনে নিয়ে
 দিতে আত্মবলি পুরুষের পায়ে
 এসেছে সে এ ধরায় !

তা'রাই কি শুধু উদ্দেশ্য বিহীন !
 এসেছে জগতে সাজিয়া অধীন
 সাধুরাও হায় ! বজে মন্দ হীন
 নরক সমান তায় !

অবিশ্বাসী অতি, কলুষ প্রকৃতি
 নাগিনী, বাঘিনী, মোহিনী সে জাতি
 কেউ বলে দ্বার নরকের ভাতি
 যা'র মনে আসে যায় ।

কেন তা'রা এত হীন পদানত
 মাতৃজাতি হয়ে ঘৃণাই সতত
 হে অজ্ঞ সমাজ ! হইতে উন্নত
 থাকে যদি অভিপ্রায় ।

আশু হেন ভাবে ক'রে পরিহার
 টেনে লও মাথে নারী-শিক্ষা-ভার
 পরাইয়া দাও গলে জ্ঞানহার
 হাসিবে ধরণী তায় ।

ভাসিবে সকলে সম প্রেম-স্রোতে
 যাবে মলিনতা ভারত হইতে
 ছুটিবে সবাই উন্নতির পথে
 মাতৃমন্ত্রে পুনরায় ।

শাক্ত নাহি হ'লে শক্তি কিসে মিলে
 পূজ মাতৃজাতি জ্ঞান-ভক্তি-ফুলে
 ভাসাও সতত আনন্দহিল্লোলে
 মহত্ব বাড়িবে তায় ।

আর্য্য ঋষি আদি পৌরাণিকগণে
জ্ঞান ভক্তি শ্রদ্ধা বিদ্যা বুদ্ধি দানে
পূজিত নারীকে যে বিধি বিধানে
দাঁড়াও সে মহিমায় ।

একমাত্র কল্লী সর্ববমূলাধার
নারী বই ভবে বল কেবা আর
তার প্রতি যদি ঢাল অত্যাচার
বীরত্ব প্রভুত্ব যায় !

কোথা রবে আর কমনীয় ভাব
দয়া মায়া স্নেহ পুত অমুরাগ
সহানুভূতি বা সরল স্বভাব
সৎ উচ্চ অভিপ্রায় ?

কিসে যাবে দুঃখ লাঞ্ছনা দুর্গতি
আসিবে সাদর সম্মান সম্মতি
রবে স্মিতমুখী নারীর সুনীতি
স্বার্থত্যাগ সর্বদায় ?

যে গৃহে নারীর সুখের খবর
নাহি বিদ্যা শিক্ষা শ্রদ্ধা সমাদর
সদা মৰ্ম্মাহত কুণ্ঠিত কাতর
লাঞ্ছনা দুর্গতি ভোগ—

দেব পিতৃলোক অপ্রসন্ন সদা
 বাড়ে সকলের পাপ তৃষ্ণা ক্ষুধা
 দলিত সেথায় মায়ের মর্যাদা
 রয় পূর্ণ রোগ শোক ॥

“শেষ কথা” ।

(১৬৪)

এ ভূতের বোঝা কেন ব'য়ে মর
 কোন স্থখে নিলে মাথে ?
 কেহ নাই সাথে অন্ধকার রাতে
 কি ক'রে চলিবি পথে ?
 পথে দুঃখ হবে এ কথাটি ভেবে
 কে দীপ জ্বালিয়ে দেবে ?
 কে বলিয়ে দেবে কোন পথে যাবে
 কত দূরে তাঁকে পাবে ?
 কে জাগাবে আশা, কে দিবেরে বাসা
 কাহার ভরসা পেয়ে ?
 হুঃখ দ'লে পাবে, ভব-বোঝা নিয়ে
 সকলি সঁপিবি মায়ে ?

কে মুছা'বে ঐখি, তপ্ত অশ্রু দেখি'
 মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট ক'রে
 কে সোহাগে বুকে ল'বে স্নেহে দুঃখে
 প্রণয়িনী ভেবে মোরে ?

কে টাকার থলে দিয়ে করতলে
 বলিবে তোমারি ধন
 ধর প্রিয়তমে ! ধর মনোরমে !
 কর ব্যয় অগণন ।

অভিমান হ'লে, ভেসে ঐখি জলে
 কে বলিবে সে'ধে সে'ধে
 বল কি হয়েছে, বল কি হয়েছে
 কিম্বা কোন অপরাধে

এ দুঃখ মূরতি দেখাইয়ে সতী
 দুঃখ-বাতি জ্বলাই'ছ
 জ্বলাই'ছ মোরে সন্দেহ বিচারে
 হৃদে শেল হানিতেছ ?

ইত্যাদি বিশেষে কে গো মায়া-পাশে
 বাঁধা র'য়ে অনুদিন
 মগ স্নেহ-তরে, সব ছে'ড়ে ছু'ড়ে
 আমাতে হইবে লীন ?

এ' বলিয়া দারা নিয়ে চাবি-তোড়া
 অঞ্চলে মুছিয়া আঁখি
 স্বকার্য সাধনে, যাবে নিজ মনে
 নিরঞ্জে তোমা' রাখি' ।

* * * *

হেরিয়া তনয় কর্বে অভিনয়
 বরষি' স্নেহের ধারা
 'বাবা' 'বাবা' ব'লে ব'সে শয্যাতলে
 যেন সে পাগল পারা ।

তপ্ত অশ্রুজল মুছিবে কেবল
 কি যেন বলার ভাণে—
 তুমি কি বলিতে চায় সে চকিতে
 বুঝি তার কাণে কাণে

চাও বলিবারে, তুমি বারে বারে
 গুপ্ত ধন-সমাচার ।

কিন্তু বাক্য ব্যয়ে, অসমর্থ হয়ে
 শক্তি নাই বলিবার ।

তাই কাছে এসে, আরও কাছে ঘেঁসে
 শ্রবণ পাতিয়া মুখে,
 বলিবে হে পিতঃ ! সময় যে গত
 বল যা' বলার থাকে ।

অবোধা বালিকা পুত্রবধূ একা ।
 কি ক'রে সংসার রাখে
 তাই বলি ভাই ! বড় পাত্রী চাই
 রূপ ও যেন কিছু থাকে ।

ঘটকে বলিও, প্রাপ্য বাহা নিও
 রাখিও সন্ধান ক'নে ।
 শেষ কার্য তরে, উদ্বন্ধন-ডোরে
 বাঁধিবে রসিক জনে ।

* * * *

বুঝিলে হে ভাই ! ক'নে এক চাই
 যেমন তেমন হোক ।
 নাহি ক্ষোভ তাহে, বোকা রূপ চাহে
 ক'দিন করিব ভোগ ।

* * * *

এমন সংসার ছাড়, ছাড়, ছাড়,
 আর কেন রও বাঁধা ।
 পে'য়ে এত জ্ঞান, তবু হতজ্ঞান ?
 তথাপি না কাটে ধাঁধা ?

মনঃশিক্ষা ।

১৩৫

° নিঃস্বার্থ সাগরে, ঝাঁপ দিয়ে ওরে
 পরতরে প্রিয় প্রাণ
 দে'না বিলাইয়ে, পাবে শান্তি তাহে
 দূরে যা'বে কু অজ্ঞান ।

স্বপবিভ্র হয়ে, পরপারে গিয়ে
 ডুববি পরেশ-প্রেমে ।
 না হয় অভয়, দিতে কেহ নয়
 নিয়ে যাবে বেঁধে যমে ।

“সার কথা ।

(১৬৫)

সাধন ভজন কর যা না কর
 বাসনা ভীষণ ভুলিয়া যাও ।
 দানে মতি গতি হোক বা না হোক
 আসক্তি-নিগড় কাটিয়া দাও ॥

বলিনা ছাড়িতে সংসার স্বজন
 যেন না ছলিতে রিপুৱা পারে ।
 থাক ভোগস্থখে সতত মগন
 পাপ বোঝা যেন মাথে না পড়ে ।

আচার বিচার রাখ বা না রাখ
সাদ্বিক আহার করিও ভাই !

জাত কুল শীল, গণ বা না গণ
সতের সংসর্গ সতত চাই ।

বিদ্যা বুদ্ধি যত থাক্ বা না থাক্
বিবেকের পথে চলিতে হ'বে ।

কর বা না কর সংসারের কাজ
পিতৃ-মাতৃ-সেবা সহস্তুে নেবে ॥

মান বা না মান পরম পুরুষ
পর-উপকার করিবে সদা ।

বুঝ বা না বুঝ পাপ পুণ্য দুই
অন্তর সতত রাখিবে সাদা ॥

জান বা না জান ইহ পরকাল
সকাল সকাল প্রস্তুত হও
মরণ সময়ে মায়া অভিনয়ে
মনে রেখো তুমি কাহারও নও ।

(তুমি মনে রেখো শুধু কাহারও নও) ॥

সমাপ্ত ।

✓ মনঃশিক্ষা ।

১৩৭

পরিশিষ্ট

মায়া মায়া কর চিনিতে না পার

মায়ামূর্তি সে কে জগৎ মাঝে ;

অজ্ঞানতা তব ভোগ অভিনব

অভিনয় করে অপূর্ব সাজে ।

কিছু নয় যাহা তারই নাম মায়া

রজ্জুতে যেমন সর্পের ভয়

অবিদ্যা অজ্ঞান রেখো এই জ্ঞান

জ্ঞানের বিকাশে মায়ার লয় ;

বিবেক বাহার জ্ঞানের আধার,

সে হেরে না কভু মায়ার কাজ ;

অবিবেকী মরে জড়ায় নশ্বরে

মুখে বলে ধরা মায়ার সাঁচ ।

স্থূলবুদ্ধি নর না ভেবে ঈশ্বর

সংসার সাগর হইতে পার—

পরিজন নিয়ে অহমে ডুবিয়ে

স্বার্থ-তরী খোঁজে ভাবিয়ে সার ;

নাহি দেহে তা'র জ্ঞানের বিচার

উঠে হাহাকার চৌদিক হ'তে

ভাসায় যখন নশ্বর কারণ

ধন পরিজন কালের স্রোতে

সে প্রপঞ্চ মায়া ধ'রে জীব কায়া

রেখেছে পাতিয়া মোহের ঘর,

নহে এ নশ্বরে কে রহিত প'ড়ে

তাজিয়া অমৃত স্ন-উচ্চস্তর ;

মায়া-অভ্যন্তরে সকলে বিহরে

মোগী ঋষি আদি দেবতাগণ ;

জ্ঞান-রজ্জু ধ'রে সবে যায় পারে

ডুবে দুখ নীরে মুগ্ধ জন ।

মায়া শত্রু তা'র ভোগ ইচ্ছা যা'র

নহে এ সংসার স্নেহের অতি ;

আসক্তি তাজিয়ে ভোগ্য বস্তু নিয়ে

প'ড়ে থাক তায় কি আছে ক্ষতি ?

মনে রেখো নীতি সে মোহ-মুরতি

সংসারে আসক্তি রয়েছে যা'র

কিন্মা যে কারণ সংসার বন্ধন

সেই মোহ হায় ! মায়ার দ্বার ।